বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাসিক মুখপত্র

# অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৭, সংখ্যা ১২, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩০, ডিসেম্বর ২০২৩

বাংলাদেশ স্কাউটস

## স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও স্কাউট আইন

### স্কাউট প্রতিজ্ঞা

**আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে**

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

**আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।**

### স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

## আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

# অগ্রদূত
AGRADOOT

■ বর্ষ ৬৭ ■ সংখ্যা ১২
■ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩০
■ ডিসেম্বর ২০২৩

**প্রধান উপদেষ্টা**
ড. মো. মোজাম্মেল হক খান

**সম্পাদক**
মোঃ আবদুল হক

**সম্পাদনা পরিষদ**
আখতারুজ জামান খান কবির
এম এম ফজলুল হক আরিফ
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ
আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার
সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য
মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন মিয়া
মীর মোহাম্মদ ফারুক

**নির্বাহী সম্পাদক**
রাসেল আহমেদ

**সহ-সম্পাদক**
জন্মজয় কুমার দাশ
মাইনুল হোসেন
মো. আবু হাসনাত
মোঃ রাকিবুল ইসলাম
রাজমিন আক্তার
মাহী আক্তার মীম

**চিত্রশিল্পী**
মতুরাম চৌধুরী

**প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স**
মো: ইব্রাহিম
ট্রিম কেয়ার

**প্রিন্টিং অ্যান্ড প্রেস**
সৃষ্টি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

**বিনিময় মূল্য**
বিশ টাকা

**বাংলাদেশ স্কাউটস**
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-২২২২২২২২-৬
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১৫৩
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)

**ই-মেইল**
agradoot@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে

**ক্লিক করুন**
www.scouts.gov.bd
www.agradoot.com.bd

## সম্পাদকীয়

আমাদের জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একটি বলিষ্ঠ চেতনা, আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় অঙ্গীকার। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন, "আলোক ব্যতীত যেমন পৃথিবী জাগে না, স্রোত ব্যতীত যেমন নদী টিকে না, স্বাধীনতা ব্যতীত তেমনি জাতি কখনো বাঁচিতে পারে না।"

বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে পাকিস্তানী হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত সূর্যকে। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতা আবহমানকাল ধরে এদেশবাসীর এগিয়ে চলার মূলমন্ত্র। অর্জিত স্বাধীনতাকে চির সমুন্নত রাখতে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দীপ্তিমান করতে বাঙালি জাতি বদ্ধপরিকর। সময়ের পালাবদলের সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে আমাদের দেশ ও জাতি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে প্রতিনিয়ত ।

বিজয় অর্জনের মাস হিসেবে ডিসেম্বর আমাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । মহান বিজয় দিবসের এই মাসে আমরা স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, জাতীয় চারনেতাসহ শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিজয়ের ৫৩ বছরে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সাথে বাংলাদেশ স্কাউটস এর অগ্রযাত্রাও অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে গুণগত স্কাউটিং আন্দোলনের লক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস সময়োপযোগী নানান পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার সফল বাস্তবায়ন করে চলেছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, ক্যাম্পিং, কর্মশালা ইত্যাদি তার মধ্যে অন্যতম। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিনিধি দল আন্তর্জাতিক নানান কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, জাম্বুরীতে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করে বেশ সুনাম ও পরিচিতি অর্জন করেছে। যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের দেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। এছাড়াও চলতি বছরে বাংলাদেশ স্কাউটস ৩২তম এপিআর স্কাউট জাম্বুরীর সফল বাস্তবায়ন করেছে। সারা বছর জুড়ে আমরা নিষ্ঠার সাথে স্কাউট অঙ্গণের নানান সংবাদ, সমসাময়িক ঘটনাবলী, স্কাউটদের উপযোগী নানান ফিচার, গল্প, কৌতুক, খেলাধুলার সংবাদ, স্বাস্থকথা, তথ্য প্রযুক্তির নানান খবর ইত্যাদি প্রকাশ ও পরিবেশনাসহ একাধিক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছি। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় অগ্রদূত পত্রিকাটিকে আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নিয়মিত প্রকাশ করতে পেরেছি, এতে করে অগ্রদূত দীর্ঘদিনের প্রকাশনাজট থেকে মুক্ত হয়েছে। এর ধারাবাহিতা অব্যাহত থাকবে বলে আমরা আশাবাদি।

নতুন বছরে অগ্রদূতের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সহজতর হবে গ্রাহক হবার পদ্ধতিগত নানান দিক, গ্রাহকদের দোড়গোড়ায় সহজে পৌঁছে যেতে গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ। আপনাদের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ৬৭ বছরের পুরাতন, ঐতিহ্যবাহী, সুখপাঠ্য এই পত্রিকাটি উত্তরোত্তর সফলতা লাভ করুক।

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| সম্পাদকীয় | 01 |
| সূচীপত্র | 02 |
| প্রতিবেদন : পূর্ণ মর্যাদায় দেশজুড়ে মহান বিজয় দিবস পালিত | 03-04 |
| প্রতিবেদন : মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা | 05 |
| প্রতিবেদন : সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা এবং ভিডিও এডিটিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত | 06 |
| প্রতিবেদন : ৩২ তম আন্তর্জাতিক ও ২৫ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৩ | 07 |
| ফিচার : উন্নয়নের লাইফলাইন দেশের মেগা প্রকল্প | 08-12 |
| ভ্রমণ কাহিনী : আমার দেখা দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী | 13 |
| বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : ফিশিং লিঙ্ক থেকে সতর্ক থাকুন | 14 |
| খেলাধুলা : ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২৩ | 15-16 |
| ফটো গ্যালারী | 17-24 |
| স্বাস্থ্য কথা : করোনার নতুন উপধরণ জিএন.১ কতটা ঝুঁকিপূর্ণ | 25 |
| কবিতা : বক্তৃতা | 26 |
| স্কাউট কলাম : তারুণ্যের জন্য রোভারিং | 27-28 |
| স্কাউট সংবাদ | 29-40 |


## অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ । উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার অগ্রদূত-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উলেখ থাকতে হবে।
অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না ।

- সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: **agradoot@scouts.gov.bd**
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস, ৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

# পূর্ণ মর্যাদায় দেশজুড়ে মহান বিজয় দিবস পালিত

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়ের ৫২তম বার্ষিকীতে সমগ্র জাতি ১৬ ডিসেম্বার ২০২৩, শনিবার বীর সন্তানদের স্মরণ করেছে, যাদের রক্তের বিনিময়ে দুই যুগের পাকিস্তানি শাসনের অবসান ঘটেছিল এবং বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের।

বিজয়ের এই দিনে বীর সন্তানদের শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষেরা সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে উৎখাত, মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তিসহ সকল অন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র রুখে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে দিবসটি উদযাপিত হয়েছে। সকালে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সমবেত হয়। শোক আর রক্তের ঋণ শোধ করার গর্ব নিয়ে উজ্জীবিত জাতি দিবসটি উদযাপন করে অন্য রকম অনুভূতি নিয়ে।

শীত উপেক্ষা করে সর্বস্তরের মানুষ ভোর থেকেই সাভারে স্মৃতিসৌধের বাইরে ও আশপাশের মহাসড়ক এলাকা এবং ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে সমবেত হতে থাকে। ভোরের সূর্য ওঠার আগেই হাতে ফুল, মাথায় বিজয় দিবস লেখা ব্যান্ড, জাতীয় পতাকা নিয়ে স্মৃতিসৌধে নেমেছিল জনতার ঢল। বিনম্র চিত্তে সমগ্র জাতি ত্রিশ লাখ শহীদকে আরো একবার জানিয়ে দিল আমরা তোমাদের ভুলবো না।

দিবসটি উপলক্ষে সরকারি-বে-সরকারিভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ভোরে ৩১ বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে বিজয় দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। সকাল সাড়ে ৬ টায় সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে স্মৃতিস্তম্ভের বেদিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চিফ স্কাউট মো. সাহাবুদ্দিন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে শুরু হয় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। এ সময় শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বিউগলে বেজে ওঠে করুণ সুর।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন, "লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।" তিনি মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও বেশি অবদান রাখার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে "স্বল্পোন্নত" দেশে উন্নীত করেন, আর আমরা মাতৃভূমিকে "উন্নয়নশীল" দেশের কাতারে নিয়ে গেছি। স্বাধীনতার পর বিগত ৫২ বছরে আমাদের যা কিছু অর্জন, তা জাতির পিতা এবং আওয়ামী লীগের হাত ধরেই হয়েছে।"

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী স্মৃতিসৌধস্থল ত্যাগ করার পর তা সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য খুলে দিলে সাধারণ মানুষের ঢল নামে। এ সময় কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ, শিল্পী-বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, পেশাজীবী, শ্রমিক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী প্রভৃতি শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদনে ফুলে ফুলে ভরে উঠে স্মৃতিসৌধের বেদী।
শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিজয় উল্লাসে জাতীয় স্মৃতিসৌধ চত্বর মুখর ছিল বিভিন্ন বয়সী মানুষের পদচারণায়। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির ধ্বংসাত্মক, নৈরাজ্যকর কর্মকান্ড প্রতিহত করতে নানা স্লোগান, দেশাত্মবোধক গান, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বেজে চলছিল বিরামহীনভাবে। জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে আসা জনতার এই ঢল অব্যাহত থাকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত।

এদিকে বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে রক্ষিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিজয় দিবস উপলক্ষে সকল সরকারি -আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনায় আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

রাজধানী ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান সড়ক ও সড়ক দ্বীপগুলো জাতীয় পতাকা ও রঙ-বেরঙের পতাকায় সাজানো হয়। শহীদদের আত্মার শান্তি, জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ সব ধর্মের উপাসনালয়ে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানগুলোতে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে পবিত্র কোরআনখানি, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সকল শহীদ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।
সূত্রঃ বাসস

■ **আগ্রদূত ডেস্ক**

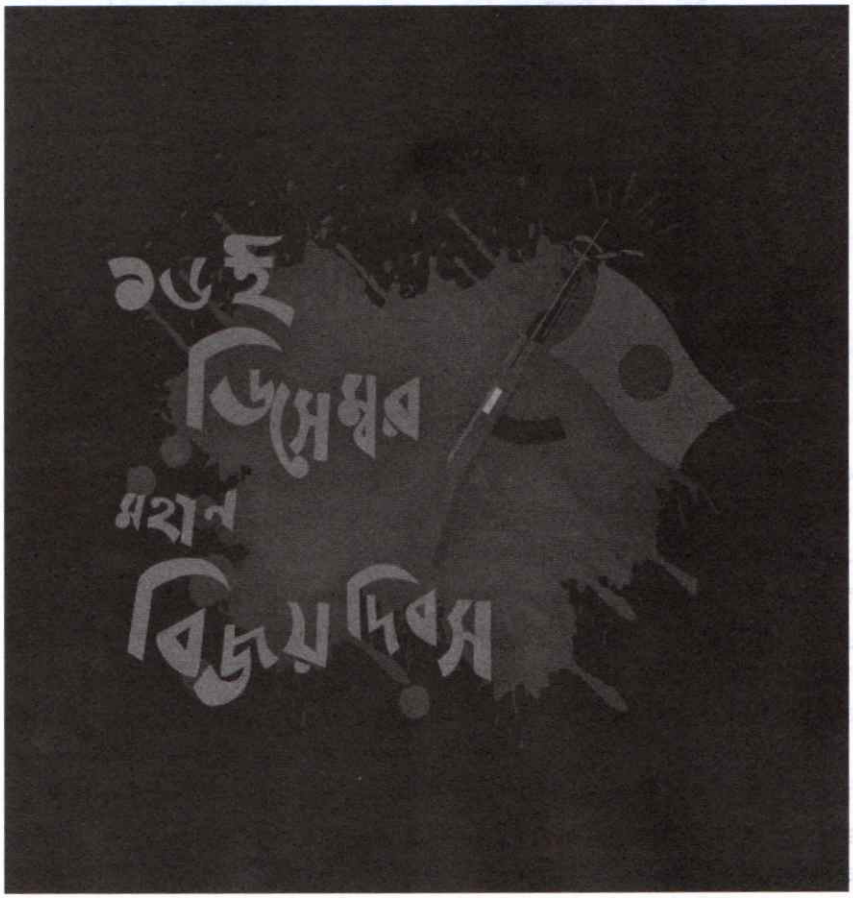

# মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা

২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর কোষাধ্যক্ষ ডঃ মোঃ শাহ কামাল। আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিশনার (এডাল্ট-ইন-স্কাউটিং) জনাব ফেরদৌস আহমেদ জাতীয় কমিশনার (মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন) সৈয়দ রফিক আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ জাতীয় কমিশনার (মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন) সৈয়দ রফিক আহমেদ এবং নির্বাহী পরিচালক জনাব উনু চিং। ওয়ার্কশপ পরিচালক ছিলেন জাতীয় কমিশনার (মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন) সৈয়দ রফিক আহমেদ।

দিনব্যাপী ওয়ার্কশপে স্কাউট কার্যক্রমকে গতিশীল করতে স্কাউট ডাটাবেজের ভূমিকা, Present Situation of Membership Registration, Safe from Harm policy and Online Membership Registration, ফলপ্রসু ট্রেনিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন এর গুরুত্ব, Session on Camp Safety ইত্যাদি বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়। সেশন পরিচালনা করেন জাতীয় কমিশনার (এডাল্ট-ইন-স্কাউটিং) জনাব ফেরদৌস আহমেদ জাতীয় কমিশনার (মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন) সৈয়দ রফিক আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ জাতীয় কমিশনার (মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন) সৈয়দ রফিক আহমেদ এবং পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ রুহুল আমিন। সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সহকারী পরিচালক (মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন) কাজী মোঃ নাসির উদ্দিন।

ওয়ার্কশপের শেষের দিকে প্রত্যেক অংশগ্রহনকারী আলাদা কাগজে নাম উল্লেখসহ সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন। এরপর ওয়ার্কশপ পরিচালকের ওয়ার্কশপ ঘোষণার মাধ্যমে ওয়ার্কশপটি শেষ হয়।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

# সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা এবং ভিডিও এডিটিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুওে ২১-২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটসের আয়োজনে সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা এবং ভিডিও এডিটিং বিষয়ক ৪দিন ব্যাপী ২টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হযেছে। প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত থেকে ৪দিনব্যাপী আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স ২টি সমাপ্তি ঘোষনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) মীর মোহাম্মদ ফারুক।

২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ রবিবার বিকালে গাজীপুরের মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এউপলক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালক স্বপন কুমার দাসের সভাপতিত্বে সমাপনি অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে রিসোর্স পার্সন সালাহুদ দিন আহমদ ও গোলাম সারোয়ার, বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) এএইচ এম শামসুল আজাদ, ভিডিও এডিটিং কোর্স সমন্বয়ক আরমান হোসেন বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)মীর মোহাম্মদ ফারুক বলেন, স্কাউটিংয়ের আলো ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেওয়া এবং নানামূখি কারিগরী প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জন সম্পদ তৈরী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এই কোর্স দুটি প্রায় নিয়মিত আয়োজন করে থাকে। এসময় বাংলাদেশ স্কাউটসের উপ পরিচালক সত্য রঞ্জন বর্মণ উপস্থিত ছিলেন।

কোর্স দুটিতে সারাদেশের ১০০শত জন রোভার স্কাউট, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও স্কাউট কর্মকর্তা যোগদান করেন। এসব কোর্সে রিসোর্স পার্সন ছিলেন, সিনিয়র সংবাদ উপস্থাপক দেওয়ান সাইদুল হাসান ও সালাহুদ দিন আহমদ, বাচিক প্রশিক্ষক গোলাম সারোয়ার, বৈশাখী টেলিভিশনের ক্যামেরা বিভাগের প্রধান এহসান খাঁন, এসএ টিভির সংবাদ উপস্থাপক আসফাকুর রহমান আদনান, দেশ টেলিভিশনের সংবাদ উপস্থাপক রাবেয়া ইসলাম স্নেহা প্রমূখ। গত ২১ ডিসেম্বর কোর্স দুটি শুরু হয়।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

# ৩২ তম আন্তর্জাতিক ও ২৫ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৩

বাংলাদেশ স্কাউটস, এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের আয়োজনে ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ (শনিবার) সুইড বাংলাদেশ-এ সাফল্যের সাথে পালন করা হয় "৩২ তম আন্তর্জাতিক ও ২৫ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৩"।

চিত্রাংকর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। ৭ ধরণের প্রতিযোগিতায় মোট ৮৪ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউট অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন বিভাগের জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারবৃন্দ এবং নির্বাহী পরিচালক। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর আই কে সেলিম উল্লাহ খন্দকার, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস।

দিনব্যাপী কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান পুরস্কার বিতরণ এর মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

# উন্নয়নের লাইফলাইন দেশের মেগা প্রকল্প

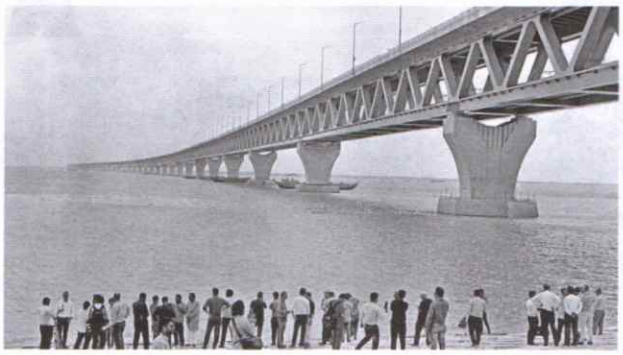

## পদ্মা সেত

২৫ জুন ২০২২ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের বহুল ২৮ অক্টোবর কাঙ্খিত স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধন করা হয় ।

• সেতুর নাম : পদ্মা বহুমুখী সেতু
• ধরন : দ্বিতল (ওপরে সড়ক এবং নিচে রেলপথ )
• প্রত্যক্ষভাবে জরিত জেলা : ৩টি মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ; শিবচর, মাদারীপুর ও জাজিরা, শরীয়তপুর
• আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণ কাজ উদ্বোধন : ১২ ডিসেম্বর ২০১৫
• দৈর্ঘ্য : ৬.১৫ কিলোমিটার • প্রস্থ ১৮.১০ মিটার
• সংযোগ সেতু (ভায়াডাক্ট) : ৩.১৪৮ কিলোমিটার
• সংযোগ সড়কসহ সেতুর মোট দৈর্ঘ্য : ৯.৩০ কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ রোড : ১২.১১৭ কিলোমিটার
• সংযোগস্থল : মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ও জাজিরা, শরীয়তপুর
• ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন : ৪ জুলাই ২০০১ নির্মাণ
• কাজ শুরু: ৭ ডিসেম্বর ২০১৪
• আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণ কাজ উদ্বোধন : ১২ ডিসেম্বর ২০১৫
• নদী শাসন : ১৪ কিলোমিটার
• নদীর পানি থেকে পদ্মা সেতুর উচ্চতা : ১৮ মিটার (প্রায়)
• লেন : ৪টি • সেতুর আয়ুষ্কাল : ১০০ বছর
• ভূমিকম্পের সহনীয় মাত্রা : রিখটার স্কেলে ৯
• স্প্যান : ৪১টি • পিলার বা পিয়ার: ৪২টি • পাইল : ২৯৪টি
• নির্মাণের উপাদান : কংক্রিট ও স্টিল
• প্রথম স্প্যান বসানো হয় : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ (৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিলারে ) • ৪১তম বা শেষ স্প্যান বসানো হয় : ১০ ডিসেম্বর ২০২০ (১২ ও ১৩ নম্বর পিলারে উদ্বোধন : ২৫ জুন ২০২২ • সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত : ২৬ জুন ২০২২
• রোডওয়ে স্ল্যাব বসানো হয় : ২,৯১৭টি • ল্যাম্পপোস্ট : ৪১৫টি
• নির্মাণকারী: চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড, চীন
• নদী শাসক : সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন, চীন ও নির্মাণ পরামর্শক : কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন (KEC), দক্ষিণ কোরিয়া
• টোল আদায়কারী ও সেতুর রক্ষণাবেক্ষণে : কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন ও চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড ৩৫.

## প্রথম মেট্রোরেল MRT Line-6

৪ নভেম্বর ২০২৩ দেশের প্রথম মেট্রোরেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত উদ্বোধন করা হয়। এর আগে ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ রাজধানী ঢাকার দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও অংশে প্রথম মেট্রোরেল চালু করা হয়।

• প্রকল্পের নাম: MRT Line 6
• তত্ত্বাবধানে : ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড
• অর্থায়নে : জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA) একনেকে অনুমোদন : ১৮ ডিসেম্বর ২০১২
• JICA'i সঙ্গে চুক্তি : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ • নির্মাণ কাজ উদ্বোধন : ২৬ জুন ২০১৬ • যাত্রা শুরু দিয়াবাড়ি-আগারগাঁও : ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ (সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত : ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ )
• আগারগাঁও-মতিঝিল : ৪ নভেম্বর ২০২৩ মতিঝিল- কমলাপুর : ২০২৪ সাল (সম্ভাব্য) • মোট স্টেশন : ১৭টি উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর ১১, মিরপুর ১০, কাজী-পাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কাওরান বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, মতিঝিল এবং কমলাপুর • মোট দৈর্ঘ্য : ২১.২৬ কিমি উত্তরা-আগারগাঁও : ১১.৭৩ কিমি • আগারগাঁও-মতিঝিল : ৮.৩৭ কিমি • মতিঝিল- কমলাপুর : • ১.১৬ কিমি

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

দেশের প্রথম টানেল ২৮ অক্টোবর ২০২৩ খরস্রোতা কর্ণফুলী নদীর বুক চিরে নির্মিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। টানেল উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে নদীর তলদেশে টানেল যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ।

ফিচার

• নাম : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল
• য নদীর তলদেশে : কর্ণফুলী নদী
• একনেকে অনুমোদন ১২ নভেম্বর ২০১৫
• ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন : ১৪ অক্টোবর ২০১৬
• নির্মাণ কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
• টানেলের উদ্বোধন : ২৮ অক্টোবর ২০২৩
• যুক্ত করেছে : পতেঙ্গা ও আনোয়ারা (চট্টগ্রাম)
• তত্ত্বাবধানে : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
• নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান : চায়না কমিউনিকেশন্স কনস্ট্রাকশন লিমিটেড কোম্পানি (CCCC)
• টানেল রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়কারী: চায়না কমিউনিকেশন্স কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড • অর্থায়নে : চীন ও বাংলাদেশ
• মূল টানেলের দৈর্ঘ্য : ৩৩১৫ মিটার (৩.৩২ কিমি)
• টানেলের মোট অ্যাপ্রোচ সড়কের দৈর্ঘ্য : ৫.৩৫
• কিমি এউচ'র প্রবৃদ্ধি বাড়বে : ০.১৭% • টিউব : মোট টিউব ২টি
• প্রতিটি টিউবের দৈর্ঘ্য ২৪৫০ মিটার (২.৪৫ কিমি)
• ভিতরের ব্যাস ১০.৮০ মিটার বা ৩৫.৪ ফুট
• বাহিরের ব্যাস ১২.১২ মিটার বা ৩৯.৮ ফুট একটি টিউব থেকে অপর টিউবের দূরত্ব ১২ মিটার
• টিউবে যানবাহন চলবে ওয়ানওয়ে পদ্ধতিতে।

## তৃতীয় মেট্রোরেল MRT Line-5

মেট্রোরেলের হেমায়েতপুর থেকে ডাটারা পর্যন্ত পাটি এমআরটি লাইন-৫ (উত্তর) নামে পরিচিত।
নভেম্বর ২০২৩ এ মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়।
• প্রকল্পের নাম: MRT Line 5 Northern Route
• প্রকল্প গ্রহণ : ৭ আগস্ট ২০১৮ • একনেকে অনুমোদন ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ • JICA'র সঙ্গে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর : ২৮ জুন ২০১২ নির্মাণ • উদ্বোধন : ৪ নভেম্বর ২০২৩
• সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৮ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান : TOE Corporation and Spectra Engineers Limited
• রুটের নকশাকারী : নিপ্পন কোই কোম্পানি লিমিটেড
• অর্থায়নে : বাংলাদেশ সরকার ও জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা ( JICA ) • দৈর্ঘ্য : ২০ কিমি পাতাল : ১৩.৫০ কিমি উড়াল : ৬.৫০ কিমি উড়াল অংশ : হেমায়েতপুর হতে আমিন বাজার এবং নতুন বাজার হতে ভাটারা • পাতাল অংশ : আমিন বাজার হতে নতুন বাজার • স্টেশন : ১৪টি- হেমায়েতপুর, বালিয়ারপুর, মধুমতি, আমিন বাজার, গাবতলি, দারুস সালাম, মিরপুর-১, মিরপুর-১০, মিরপুর-১৪, কচুক্ষেত, বনানী, গুলশান-২, নতুন বাজার এবং ভাটারা।

## আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ

১ নভেম্বর ২০২৩ আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ উদ্বোধন করা হয়। আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ বাংলাদেশের আখাউড়াকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই রেলপথ নির্মাণের ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে সাতটি অঙ্গরাজ্য রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।
• প্রকল্পের নাম : আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ ভারতের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর : ২১ মে ২০১৩ একনেকে অনুমোদন
• ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন : ৩১ জুলাই ২০১৬ • নির্মাণ কাজ শুরু: ২৯ জুলাই ২০১৮ • আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন : ১ নভেম্বর ২০২৩ • অর্থায়নে : বাংলাদেশ ও ভারত • মোট স্টেশন : ৪টি- আখাউড়া, গঙ্গাসাগর, নিশ্চিন্তপুর এবং আগরতলা • রেলপথের ধরন : ডুয়েলগেজ (বাংলাদেশ) ও ব্রডগেজ (ভারত) • রেলপথের দৈর্ঘ্য: ১২.২৪ কিমি (বাংলাদেশ অংশে ৬.৭৮ কিমি) • ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান টেক্সমেকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (ভারত)
• ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর : ২১ মে ২০১৮ • তত্ত্বাবধানে : পূর্বাঞ্চল রেলওয়ে (বাংলাদেশ) ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল (ভারত) • রুট : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার গঙ্গাসাগর রেলস্টেশন থেকে ভারতের আগরতলার নিশ্চিন্তপুর রেলস্টেশন পর্যন্ত ।

## খুলনা-মোংলা রেলপথ

১ নভেম্বর ২০২৩ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষিত খুলনা-মোংলা রেলপথ উদ্বোধন করা হয়। এই রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে খুলনাসহ দক্ষিণ- ঐ পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

• প্রকল্পের নাম: খুলনা-মোংলা রেলপথ • একনেকে অনুমোদন : ২১ ডিসেম্বর ২০১০ • নির্মাণ কাজ শুরু : সেপ্টেম্বর ২০১৬ • উদ্বোধন : ১ নভেম্বর ২০২৩ • মোট স্টেশন : ৮টি- ফুলতলা, আড়ংঘাটা, ভাগা, মোহম্মদনগর, কাটাখালী, চুলকাটী, দিগরাজ ও মোংলা ধরন: ব্রডগেজ দৈর্ঘ্য : ৯০ কিমি • ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান : লারসেন অ্যান্ড টুব্রো ও ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (ভারত) • সংযুক্ত জেলা : খুলনা ও বাগেরহাট। খুলনা-মোংলা রেলপথে অবস্থিত 'রূপসা রেলসেতু খুলনার • রূপসা নদীর ওপর নির্মিত সংযোগ রেললাইনসহ এ সেতুর দৈর্ঘ্য ৫.১৩ কিমি। এর স্প্যান সংখ্যা ১৪২টি, পাইল ৮৩৬টি এবং পিয়ার ক্যাপ ১৩২টি।

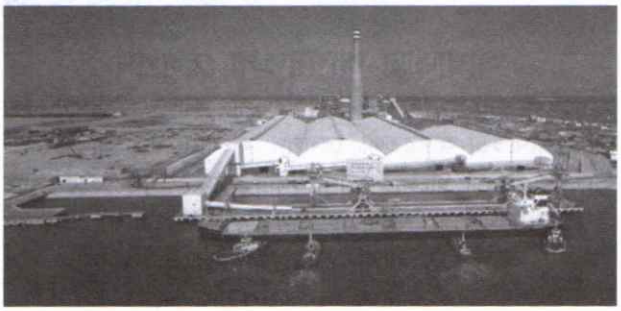

## মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর

১১ নভেম্বর ২০২৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রথম মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর চ্যানেল উদ্বোধন ও প্রথম নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

• প্রকল্পের নাম: মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর • অবস্থান : মহেশখালী • যে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত : বঙ্গোপসাগর • একনেকে অনুমোদ : ১০ মার্চ ২০২০ • স্থাপন : ১১ নভেম্বর ২০২০ • ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান : মন সিনো কোম্পানি লিমিটেড, জাপান • প্রকল্পের দায়িত্বরত প্রতিষ্ঠান: চাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (CPA) • চ্যানেলের গভীরতা : ১৬ মিটার (৫২ ফুট) • চ্যানেলের দৈর্ঘ্য : ১৪.০ কিমি. প্রস্থ ৩৫০ মিটার জিডিপিতে অবদান : ২-৩টি • এটি বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র গভীর সমুদ্রবন্দর। দেশে সমুদ্রবন্দর রয়েছে এটি চট্টগ্রাম, মাংলা ও পায়রা। ২৫ এপ্রিল ২০২৩ প্রথমবার মাতারবাড়ী সমুদ্রবন্দরের জেটিতে নোঙর করে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জাপানী জাহাজ এমভি অউনু মারো। ৩১ আগস্ট ২০২০ মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের প্রথম সোমানিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প বাতিল করা হয়।

## পায়রা সমুদ্র বন্দর

পায়রা সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের ৩য় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ১ম সমুদ্র বন্দর। ১৩ আগস্ট ২০১৬ বন্দরটির অপারেশনাল কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

• নাম ঃ পায়রা সমুদ্র বন্দর • অবস্থান : পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার রাবনাবাদ চ্যানেলের তীরে । • যে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত : বঙ্গোপসাগর • একনেকে অনুমোদন : ৪ নভেম্বর ২০১৮ • ভিত্তি স্থাপন : ১৯ নভেম্বর ২০১৩ • পরিচালনা করে: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ অর্থায়নে : বাংলাদেশ সরকার • অপারেশনাল কার্যক্রম উদ্বোধন : ১৩ আগস্ট ২০১৬ নিয়মিত কয়লা আসা শুরু: সেপ্টেম্বর ২০১১ সার্ভিস জেটির উদ্বোধন : ১৬ অক্টোবর ২০১৯ • ড্রেজিংয়ের কাজ করে : বেলজিয়ামের প্রতিষ্ঠান Jan De Nul • চ্যানেলের গভীরতা : ১৬-২১ মিটার বিশেষ তথ্য • ৫ নভেম্বর ২০১৩ জাতীয় সংসদে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩ পাশ হয়। • ১৯ নভেম্বর ২০১৩ 'পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। • UN Locator Code UNECE কর্তৃক পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষকে ২২ জুলাই ২০১৫ আন্তর্জাতিক মানের বন্দর ব্যবস্থাপনা পরিচিতি নিবন্ধন ইউ PAY (UN LOCATOR CODE) বরাদ্দ প্রদান করা হয় ।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সংসদে পায়রা বন্দরের মূল অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে 'পায়রা বন্দর প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১৬ পাশ হয়। ৩০ জুন ২০২০ পায়রা সমুদ্র বন্দরের টার্মিনাল নির্মাণে চীনের 'সিএসআইসি ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড'-এর সঙ্গে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চুক্তি সম্পন্ন হয় ।

## পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

২১ মার্চ ২০২২ এনমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি দেশে উৎপাদনে আসা ৩টি বৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর অন্যতম একটি।

প্রকল্পের নাম: পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

• অবস্থান : পুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ধানখালীতে
• যে নদীর তীরে অবস্থিত : আন্ধারমানিক
• চীনের সাথে নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর : ১ জুন ২০১৪
• ভিত্তিস্তর স্থাপন : ১৪ অক্টোবর ২০১৬
• পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় গ্রিডে সরবাহ : ১৩ জানুয়ারি ২০২০
• বাণিজ্যিক উৎপাদন - ১ম ইউনিট : ১৫ মে ২০২০, ২য় ইউনিট : ৮ ডিসেম্বর ২০২০
• আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন : ২১ মার্চ ২০২২
• উৎপাদন ক্ষমতা : ১৩২০ (২x৬৬০) মেগাওয়াট
• নির্মাতা প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি

লিমিটেড (BCPCL) • BCPCL গঠন : ১ অক্টোবর ২০১৪ • আয়তন : ১০০০ একর • অর্থায়নে : চীন ও বাংলাদেশ।

## দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে।

• প্রকল্পের নাম: ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প • রুট : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা বুড়ি, বনানী মহাখালী - তেজগাঁও - মগবাজার- কমলাপুর সায়েদাবাদ যাত্রাবাড়ী - ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক (কুতুবখালী) • বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান : ফার্স্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (FDEE) কোম্পানি লিমিটেড • এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ ও পরিচালনায় : ফার্স্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কোম্পানি • একনেকে অনুমোদন : ২০ জুলাই ২০১১ • ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন : ৩০ নভেম্বর ২০১১ • নির্মাণকাজ উদ্বোধন : ১৬ আগস্ট ২০১৫ • র‍্যাম্প : ৩১টি (দৈর্ঘ্য ২৭ কিমি) • মূল এলিভেটেড অংশের দৈর্ঘ্য : ১৯.৭৩ কিমি • র‍্যাম্পসহ এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য: ৪৬.৭৩ কিমি • মোট লেন : ৪টি• তত্ত্বাবধানে : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ • প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১১-৩০ জুন ২০২৪।

## দ্বিতীয় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

১৪ নভেম্বর ২০২৩ চট্টগ্রামে দেশের দ্বিতীয় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন করা হয়।

• প্রকল্প শুরুর সময় নাম : চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে • বর্তমান নাম : মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী এক্সপ্রেসওয়ে • সংযুক্ত স্থান : লালখান বাজার থেকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত • একনেকে অনুমোদন : ১১ জুলাই ২০১৭ নির্মাণ কাজ উদ্বোধন: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১ • আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন : ১৪ নভেম্বর ২০২৩ অর্থায়নে : বাংলাদেশ সরকার • নির্মাতা প্রতিষ্ঠান : ম্যাক্স-র‍্যাংকন • পরিচালনায় : চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (CDA) • মূল এলিভেটেড অংশের দৈর্ঘ্য : ১৬ কিমি র‍্যাম্পসহ দৈর্ঘ্য: ২৮.৫ কিমি • প্রস্থ ১৬.৫ মিটার • মোট লেন : ৪টি• র‍্যাম্প: ১৪টি।

## ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

১২ নভেম্বর ২০২২ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ উদ্বোধন করা হয়।

• প্রকল্পের নাম : ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে • সংযুক্ত জেলা : ঢাকা ও গাজীপুর • সংযুক্ত স্থান : আব্দুল্লাহপুর, আশুলিয়া, বাইপাইল হয়ে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের ইপিজেড পর্যন্ত • একনেকে অনুমোদন: ২৪ অক্টোবর ২০১৭ নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষর ২৬ অক্টোবর ২০২১ • নির্মাণকাজ উদ্বোধন : ১২ নভেম্বর ২০২২ • অর্থায়নে : বাংলাদেশ ও চীন • নির্মাতা প্রতিষ্ঠান চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন • তত্ত্বাবধানে : বাংলাদেশ সেতু বিভাগ • মোট দৈর্ঘ্য : ২৪ কিমি • র‍্যাম্প: ১৬টি।

## শেখ হাসিনা সরণি

১৪ নভেম্বর ২০২৩ উদ্বোধন করা হয় 'শেখ হাসিনা সরণি'। এটি দেশের প্রথম ১৪ লেনের সড়ক।

• প্রকল্পের নাম : কুড়িল-পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পাশে (কুড়িল থেকে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন • বর্তমান নাম : শেখ হাসিনা সরণি • প্রকল্পের রুট : রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড থেকে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ১, ২ ও ৩নং সেক্টর হয়ে কাঞ্চন ব্রিজ পর্যন্ত। এটি ঢাকা-সিলেট মহাসড়ককে রাজধানীর প্রগতি সরণি ও বিমানবন্দর সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করে • দৈর্ঘ্য: ১২.৫ কিমি • একনেকে অনুমোদন : ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ • নির্মাণ কাজ শুরু : সেপ্টেম্বর ২০১৫ • নির্মাণ কাজ শেষ : নভেম্বর ২০২৩ • বাস্তবায়নে : রাজউক ও সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড • মোট লেন : ১৪টি (৮টি লেন এক্সপ্রেসওয়ে ও ৬টি লেন সার্ভিস রোড)।

## শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল

৭ অক্টোবর ২০২৩ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের উদ্বোধন করা হয়।

• প্রকল্পের নাম : শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল • অবস্থান: কুর্মিটোলা, ঢাকা • একনেকে অনুমোদন : ২৪ অক্টোবর ২০১৭ • নির্মাণকাজ উদ্বোধন: ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ • সফট ওপেনিং : ৭ অক্টোবর ২০২৩ • সম্পূর্ণরূপে যাত্রী সেবা শুরু : ২০২৪ সাল • টার্মিনাল এলাকার আয়তন : ৫,৪২,০০০ বর্গ মিটার • টার্মিনাল ভবনের আয়তন : ২,৩০,০০০ বর্গ মিটার • নির্মাতা প্রতিষ্ঠান : জাপানের মিৎসুবিশি ও ফুজিতা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসাং কনস্ট্রাকশন এন্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন-এর সমন্বয়ে গঠিত • অর্থায়নে: জাপান ও বাংলাদেশ • নকশাকার : রোহানি বাহারিন (সিঙ্গাপুর) • চেক ইন কাউন্টার : ১৭৭টি • বোর্ডিং ব্রিজ : ২৬টি (ডাবল এন্ট্রিসহ) • আগমনি ব্যাগেজ বেল্ট : ১৬টি • উড়োজাহাজ পার্কিং : ৩৭টি • ই-গেট : ১৫টি।

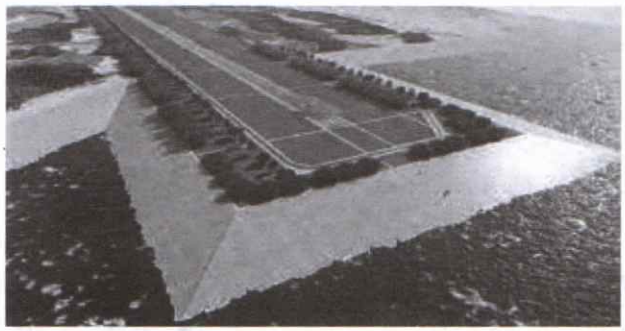

## কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প

২৯ আগস্ট ২০২১ কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়।

• প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার বিমানবন্দর রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্প • অবস্থান : কক্সবাজার শহরের উত্তর প্রান্তে নাজিরারটেক উপকূল • সম্প্রসারণের ঘোষণা : ৬ মে ২০১৭ • একনেকে অনুমোদন : ৪ নভেম্বর ২০১৮ • ক্রয়সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন : ৬ জানুয়ারি ২০২১ • নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষর : ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ • প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন : ২৯ আগস্ট ২০২১ • অর্থায়নে : বাংলাদেশ সরকার • সম্প্রসারণ প্রকল্পের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান : চীনের চ্যাংজিয়া ইচ্যাং ওয়াটারওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যুরো ও চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন • পরামর্শক প্রতিষ্ঠান : কোরিয়ার জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি উজো ও সানজিন

• সম্প্রসারণসহ রানওয়ের দৈর্ঘ্য: ১০,৭০০ ফুট

• সমুদ্রে রানওয়ের দৈর্ঘ্য : ১,৩০০ ফুট।

বিশেষ তথ্য - এটি হবে দেশের চতুর্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং দেশের দীর্ঘতম রানওয়ের বিমানবন্দর।

## প্রথম বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট

৬ নভেম্বর ২০২২ বহুল আলোচিত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্প BRT-3 লাইনের টঙ্গীর ফায়ার সার্ভিস এলাকা থেকে উত্তরার হাউস বিল্ডিং পর্যন্ত যান চলাচলের জন্য দুটি লেন খুলে দেওয়া হয়।

• প্রকল্পের নাম : Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project (বিআরটি বিমানবন্দর-গাজীপুর)

• বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সড়ক ও জনপথ বিভাগ (RHD), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (BBA), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (LGED) এবং ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (Dhaka BRT)

• প্রকল্প অর্থায়নকারী : বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), ফরাসি উন্নয়ন সংস্থা (AFD) ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (GEF)

• প্রকল্পের ঠিকাদার : উড়াল সড়ক ও নিচের সড়ক নির্মাণ চায়না গ্যাঝুবা গ্রুপ কর্পোরেশন (CGGS), জিয়াং প্রভিনশিয়াল ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ এবং ওয়েহেই ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কো-অপারেটিভ। আর গাজীপুরে বিআরটিএ এর ডিপো নির্মাণে দেশীয় কোম্পানি সেল-ইউডিসি

• দৈর্ঘ্য : ২০.৫০ কিমি, ভূমিতে : ১৬ কিমি এলিভেটেড : ৪.৫০ কিমি

• স্টেশন : ২৫টি

• বাস ডিপো : ১টি (গাজীপুর)

• টার্মিনাল : ২টি (বিমানবন্দর ও গাজীপুর)

• ফ্লাইওভার : ৬টি

• সেতু : ১টি (টঙ্গী সেতুকে ১০ লেনে উন্নীতকরণ)

• এক্সেস রোড : ১১৩টি (৫৬ কিমি)

• Dhaka BRT গঠন : ১ জুলাই ২০১৩

• BRT Line-3 একনেকে অনুমোদন : ২০১২ সালে

• BRT Line-3'র অংশ : উত্তরাংশ (শাহজালাল বিমানবন্দর গাজীপুর) এবং দক্ষিণাঞ্চল (শাহজালাল বিমানবন্দর-কেরানীগঞ্জ)

■ আগ্রদূত ডেস্ক

# আমার দেখা
# দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী

০৮.

তখনো সন্ধ্যা নামেনি। উষ্ণ আবহাওয়ায় গরম বাতাস।আকাশে মেঘের উঁকিঝুঁকি, হাকঢাক, ডাকাডাকি। বাংলাদেশের আইএসটি সদস্যরা যেখানে তাঁবু খাটিয়ে তাঁবুবাস করছেন সেই অস্থায়ী তাঁবু পাড়ায় যাচ্ছি। কাঁধে ব্যাগ, হাতে চলন্ত চাকার লাগেজ।

শরীর নিস্তেজ, অবসন্ন -বিছানাবন্দি হওয়া অবস্থা। গতকাল সকালে বের হওয়া শরীরের সাথে মনের যুদ্ধ চলছে। মনে জোর থাকলেও জার্নির ধকল শরীর নিতে পারছে না। দীর্ঘদিনেও এমন জীবনক্লিষ্ট অসহায়বোধ আমাকে নিবিড় করেনি, নিবিষ্টও করেনি। এ যেন স্বেচ্ছায় ; অনিচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করে আছি। বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের কাউকে পেলেই মনটা আনন্দে ভরে যায়। ৭১০ জনের বহরে আইএসটি (আন্তর্জাতিক সার্ভিস টিম)-এর সদস্য আছেন ২২০জন। বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের সকলের যাতায়াত ভিন্ন পথে ভিন্ন সাথি'তে। কেউ আগে কেউ পরে। আমরা চায়না হয়ে এলেও অনেকেই সিঙ্গাপুর হয়ে যাতায়াত করছেন। ফলে গন্তব্য এক ও অভিন্ন হলেও যাওয়া-আসায় ভিন্নতা আছে। বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের আইএসটি সদস্যদের অনেকেই তখনো তাঁবুতে আসেননি। যারা এসে পূর্বাহ্নেই নিজেরা তাঁবু খাটিয়েছিলেন তাদের একজন কামরুল ভাই আমার চলাপথের শ্রান্তি দেখে মেইন রাস্তার পাশে নিচু জায়গা অতিক্রম করে তাঁবু পর্যন্ত স্কাউটদরদী মন নিয়ে আমাকে এগিয়ে নিয়ে এলেন। অসময়ে ভরসার দূত হয়ে আসা তার এহেন সহানুভূতি আমি জীবনান্তেও বিস্মৃত হবো না।

তাঁবুপাড়ায় এসে দেখি অসংখ্য সতীর্থ স্কাউট আইএসটি'রা তাদের অস্থায়ী নিবাস তাঁবু গেড়ে এখানে তাঁবু পল্লী গড়ে তুলেছেন। সবাই এখানেই কাটিয়ে দিবেন জাম্বুরী সময়টা। বাংলাদেশ তাঁবুপাড়ার সম্মুখভাগের প্রথম তাঁবু'র পরেই পাটাতন রাখা জায়গায় বাঙ-পেঁটরা রেখে আমি আর জহির বের হলাম ইনফরমেশন সেন্টার অবধি।

ইনফরমেশন সেন্টার থেকে আমাদেরকে যৌথভাবে তাঁবুবাসের অনুমতি দিলেও তাঁবু সরঞ্জাম সরবরাহের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার কোন তথ্যাদি আমাদের দিয়ে রাখেনি আগে। একজন বললো, যে জায়গায় ওয়েলকাম সেন্টারেরর বাস থামে সেখান থেকেই তাঁবুসামগ্রি যোগাড় করতে হবে। সেমতেই তাঁবুসামগ্রী নিয়ে ফিরছি এবারে তাঁবু আশ্রয়ণে।

(চলবে)

লেখক :
মঈনুদ্দিন মানু
জাতীয় উপকমিশনার (মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন)
বাংলাদেশ স্কাউটস
সহ সভাপতি, আমরা স্কাউট গ্রুপ ও
সাবেক ডিজিএম, জনতা ব্যাংক লিমিটেড।

# ফিশিং লিঙ্ক থেকে সতর্ক থাকুন

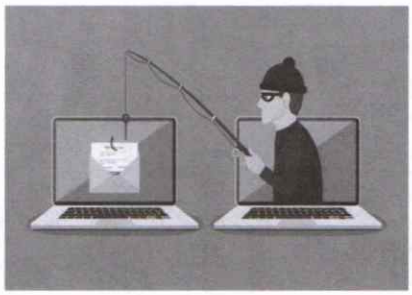

ফিশিং (Phishing) হচ্ছে এমন একটি টেকনিক যার মাধ্যমে একজন হ্যাকার খুব সহজেই আপনার জিমেইল/ফেসবুকসহ অন্যান্য আইডি কিংবা ব্যক্তিগত তথ্য (PERSONAL INFORMATION) হ্যাক করতে পারে । এজন্য হ্যাকারের খুব বেশি হ্যাকিং নলেজ এর প্রয়োজন হয় না। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, শতকরা ৮০% হ্যাক হয় ফিসিং এর মাধ্যমে।

হ্যাকাররা বিভিন্ন ফিশিং অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণা করে। দেখে নিন কীভাবে চিনবেন হ্যাকারদের বানানো ফিশিং লিঙ্ক-

>> যেই ইমেইল অ্যাড্রেস থেকে এসেছে সেই ইমেইল বা মেসেজ এসেছে সেটিকে যাচাই করুন। ওয়েবসাইটের ডোমেইন চেক করুন। ভালোভাবে খেয়াল করুন সেই ওয়েবসাইটের ইউআরএলটিতে এইচটিটিপি আছে কি না। সেই সঙ্গে ইউআরএলের বানান ঠিক আছে কি না। ভুয়া বা নকল ওয়েবসাইটের ইউআরএলে সাধারণত এই ভুলগুলো থাকে।

>> ভুয়া বা ভুল তথ্য শনাক্তকরণের জন্য প্রথমেই দেখবেন, হোয়াটসঅ্যাপে, ফেসবুকে বা যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় আসা মেসেজটির পাশে 'ফরওয়ার্ড' চিহ্নটি আছে কি না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভুয়া মেসেজগুলো ফরওয়ার্ড হয়ে বিভিন্ন মানুষের মেসেজে আসে।

>> ফরোয়ার্ড করা মেসেজগুলো যে সেন্ড করেন, তিনি কিন্তু লিখেন না। ওই ব্যক্তিও হয়তো অন্য কারও কাছ থেকে ফরওয়ার্ডকৃত মেসেজটি পেয়েছেন। পরবর্তীতে হয়তো তিনি মেসেজটি আপনাকে পাঠিয়েছেন। তাই পরিচিতজনের কাছ থেকেও যদি এমন ফরওয়ার্ডকৃত মেসেজ পেয়ে থাকেন, তবে তার সত্যতা জানুন আগে।

>> মেসেজের বানানগুলো খেয়াল করুন। ব্যাকরণগত ভুল থাকলে বা বানান ভুল থাকলে বুঝবেন যেটি ভুয়া লিঙ্ক।

>> অনেক সময় দেখবেন বিভিন্ন লিঙ্কে ঢোকার পর সেখানে একটি ফরমে আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, ক্রেডিট কার্ডের নম্বর বা পাসপোর্টের নম্বর চাইতে পারে। ভুলেও এসব তথ্য কোনো পেজে যুক্ত করবেন না। এগুলো হ্যাকারদের কাজ।

>> বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মধ্যেও ম্যালওয়্যার ঢুকিয়ে দেয় হ্যাকাররা। সেই বিজ্ঞাপনে ক্লিক করলে বা স্কিপ অ্যাডে ক্লিক করলেও আপনি হ্যাকারের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলতে পারেন।

সব সময় মনে রাখবেন, হ্যাকারদের থেকে বাঁচতে আপনার কোনো নম্বর বা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, মেইলে আসা অপরিচিত কোনো লিঙ্কে ক্লিক করবেন না। আপনার কোনো ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। পাসওয়ার্ড চাইলে বা আপনার নম্বরে একটা ওটিপি এসেছে সেটি চাইলেও দেবেন না। এগুলো হ্যাকারদের কাজ। ওটিপি দিলেই কিংবা লিঙ্কে ক্লিক করলেই হ্যাকার আপনার ফোন, সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাক্সে নিয়ে নিতে পারে।

**■ অগ্রদূত ডেস্ক**

# খেলাধুলা

## ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২৩

মহাশূন্যে ট্রফির উন্মোচন

২৬ জুন ২০২৩ পৃথিবী থেকে ১,২০,০০০ ফুট উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের স্ট্যাটোস্ফিয়ারে উন্মোচিত হয় ওয়ানডে বিশ্বকাপের ট্রফি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি বেলুনের সাহায্যে ট্রফিটি মহাকাশ থেকে নামিয়ে আনা হয় আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। ২৭ জুন-৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ট্রফি বিশ্ব ভ্রমণ করে। এ সময়কালে ৫টি মহাদেশের ১৮টি দেশ ভ্রমণ করে ট্রফিটি। এর মধ্যে ৭-৯ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ট্রফিটি বাংলাদেশে অবস্থান করে। ১৪তম ওয়ানডে বিশ্বকাপ বিদায় ভারত, স্বাগত আফ্রিকা। চার বছর পর ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরবর্তী আসর ২০২৭ বিশ্বকাপ আফ্রিকা মহাদেশের তিন দেশে (দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া) যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হবে। এ বিশ্বকাপে খেলবে মোট ১৪টি দল। ম্যাচ হবে ৫৪টি। ৩১ মার্চ ২০২৭ প্রকাশিতব্য ওয়ানডে র‍্যাংকিং অনুযায়ী, স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে ছাড়া শীর্ষ ৮ দল পাবে বিশ্বকাপের টিকিট। বাকি চার দল বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসবে। ICC'র পূর্ণ সদস্য না হওয়ায় সহ-আয়োজক নামিবিয়াকেও খেলতে হবে বাছাইপর্বে। মোট ৩২টি দল খেলবে বাছাইপর্বে। উল্লেখ্য, ২০৩১ সালের বিশ্বকাপ বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে আয়োজন করবে।

আয়োজন : ত্রয়োদশ। সময়কাল: ৫ অক্টোবর-১৯ নভেম্বর ২০২৩ । স্বাগতিক: ভারত। ভেন্যু : ১০টি। মোট ম্যাচ : ৪৮টি। অংশগ্রহণকারী দল : অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলংকা,

আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ । লোগো : নাভারাসা (মানুষের ৯টি আবেগ)। থিম সং : দিল জশন বলে । মাসকট : টঙ্ক ও ব্রেজ। চ্যাম্পিয়ন : অস্ট্রেলিয়া। রানার্স আপ : ভারত । ম্যান অব দ্য ফাইনাল : ট্রাভিস হেড (অস্ট্রেলিয়া) । ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট : বিরাট কোহলি (ভারত) । সেঞ্চুরি : ৪০টি! হাফ সেঞ্চুরি : ১১৯টি। মোট ছক্কা : ৬৪৪টি।

বিশ্বকাপ রেকর্ড আপডেট

• ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ড গড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। শ্রীলংকার বিপক্ষে ৫ উইকেটে ৪২৮ রান করে।

• অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৪০ বলে দ্রুততম সেঞ্চুরি ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে ১২৮ বলে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি করে বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়েন । অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিয়ান এবং ওপেনার ব্যতীত একমাত্র ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েন ।

• বিশ্বকাপের এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ৪টি সেঞ্চুরি হয়। শ্রীলংকার হয়ে সেঞ্চুরি করেন কুশাল মেন্ডিস এবং সাদিরা সামারাবিক্রমা। পাকিস্তানের হয়ে সেঞ্চুরি করেন আব্দুল্লাহ শফিক ও মোহাম্মদ রিজওয়ান।

• বিশ্বকাপে প্রথম এক ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ডি কক, ভান ডার ডিউসেন ও এইডেন মার্করাম এ তিনজন সেঞ্চুরি করার রেকর্ড গড়েন । বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ৪ বার ৫ উইকেট নিয়ে এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৭/৫৭ বোলিং-এ ভারতের সেরা বোলার হওয়ার রেকর্ড গড়েন মোহাম্মদ শামি ।

• আফগানিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ ১৭টি সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এছাড়া এক আসরে সর্বোচ্চ ৩১টি ছক্কার রেকর্ডও রোহিতের।

• বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং পাকিস্তানকে প্রথমবারের মতো হারিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে আফগানিস্তান। এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ৭৬৫ রান সংগ্রহ, ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ৫০টি সেঞ্চুরি এবং জন্মদিনে বিশ্বকাপে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েন ভারতের বিরাট কোহলি।

• বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে (৩৪৫ রান) শ্রীলংকার বিপক্ষে জয়ের রেকর্ড গড়ে পাকিস্তান।

• ওয়ানডে বিশ্বকাপে সর্বাধিক ৪৬টি পরাজয়ের রেকর্ড এখন শ্রীলংকার। বিশ্বকাপের এক আসরে সবচেয়ে বেশি রান দেওয়ার রেকর্ড গড়ে পাকিস্তানের হারিস রউফ (৯ ইনিংসে ৫৩৩ রান)। শুধু বিশ্বকাপ নয় ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবার টাইমড আউট হয় শ্রীলংকার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস (বাংলাদেশের বিপক্ষে)।

তথ্য কণিকা

• বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ইতিহাসে এবারই প্রথম একক আয়োজক ভারত। শিশিরের জন্য এবারই প্রথম ICC পিচ কিউরেটরদের পিচে ঘাস রাখার নির্দেশ দেয় ।

• এবারের বিশ্বকাপে সফট সিগন্যালিংয়ের নিয়ম বাতিল করে ICC ।

• এবারই রেকর্ড ৪০ লাখ ডলার প্রাইজমানি দেওয়া হয় বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নদের।

২০২৩ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ

• মোট ম্যাচ ৯টি • জয় : ২টি • পরাজয় ৭টি • সর্বোচ্চ ইনিংস : ৩০৬/৮; প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, পুনে • সর্বনিম্ন ইনিংস : ১৪২; প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস, কলকাতা • সর্বাধিক রান : মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ; ৩২৮ (৮ ম্যাচে) • সর্বাধিক উইকেট : মেহেদী হাসান মিরাজ; ১০টি (৯ ম্যাচে) ও শরিফুল ইসলাম; ১০টি (৮ ম্যাচে) • সেরা ব্যাটিং : মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ; ১১১ রান (প্রতিপক্ষ দ. আফ্রিকা) • সেরা বোলিং: মাহেদী হাসান; ৪/৭১ (প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড) • সেঞ্চুরি : ১টি; মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ (প্রতিপক্ষ দ. আফ্রিকা) • হাফ সেঞ্চুরি : ১১টি (৮ জন) • শতরানের জুটি : ১টি; ১৬৯ রান (সাকিব-শান্ত); প্রতিপক্ষ শ্রীলংকা • সর্বাধিক ক্যাচ: ৫টি (মাহমুদুল্লাহ ও লিটন দাস) • সর্বাধিক ছক্কা : মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ; ১৪টি।

# মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা

ফটো গ্যালারী

# মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা

ফটো গ্যালারী

# ৩২ তম আন্তর্জাতিক ও ২৫ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৩

ফটো গ্যালারী

# জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপন এবং ভিডিও এডিটিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ফটো গ্যালারী

## ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে রোভার প্রোগ্রাম অবহিতকরণ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

## চসিক কায়সার নিলুফার কলেজ রোভার স্কাউটস এর ওরিয়েন্টেশন

# বগুড়ায় দিনব্যাপী নতুন রোভার প্রোগ্রাম অবহিতকরন ওয়ার্কশপ

# সিরাজগঞ্জে দরিদ্র চক্ষু রোগীদের বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প

# রংপুরে বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে গার্ল ইন রোভার ডে ক্যাম্প

# দূর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা

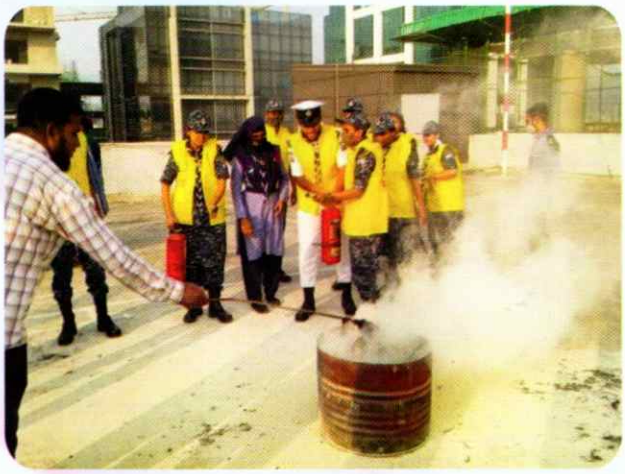

## রংপুরে জাতীয় ভিটামিন "এ" প্লাস ক্যাম্পেইনে রোভার স্কাউটদের সেবাদান

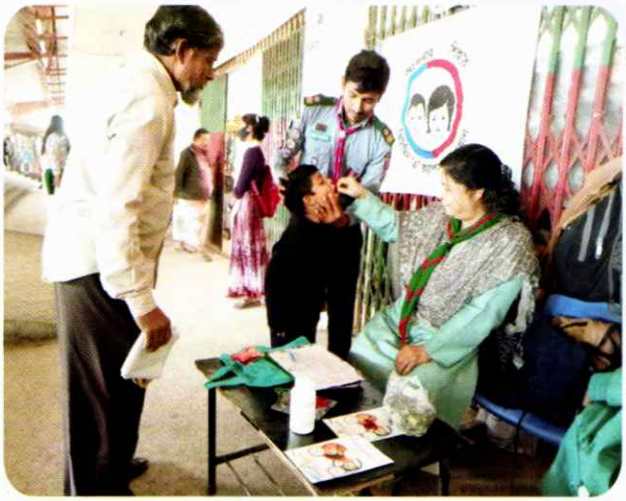

## মহান বিজয় দিবসে রংপুর জেলা রোভারের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও সেবা প্রদান

# করোনার নতুন উপধরণ জিএন.১ কতটা ঝুঁকিপূর্ণ

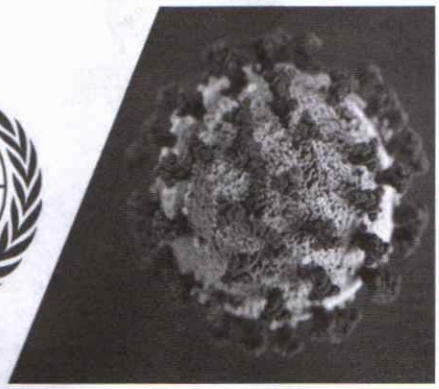

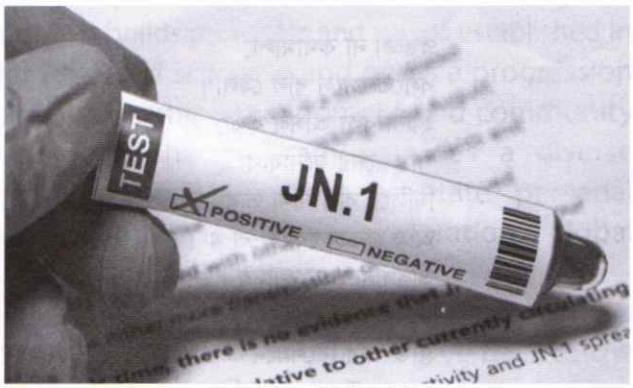


ভারত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবারও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে করোনা ভাইরাসের নতুন উপধরনের সংক্রমণ। বিশেষ করে ভারতে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। মারাও গিয়েছে কয়েকজন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৯ থেকে ৫০ শতাংশই জেএন.১ উপধরনে আক্রান্ত বলে জানিয়েছে মার্কিন রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি)।

যে হারে উপধরনটি ছড়াচ্ছে, তাতে এটি আগের ধরনগুলোর তুলনায় বেশি সংক্রামক কিংবা এটি রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা ভেদ করতে বেশি পারদর্শী ধারণা করছে মার্কিন রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র।

উপধরন জেএন.১

করোনা ভাইরাসের নতুন উপধরন জেএন.১ (JN.1) এর উৎপত্তি হয়েছে করোনার পুরনো আরেকটি ধরন বিএ ২.৮৬ (BA 2.86) থেকে। এ দুইটি মূলত ২০২২ সালে করোনার দ্বিতীয় দফা মহামারীর জন্য দায়ী ওমিক্রনের অংশ বলে জানিয়েছে সিডিসি। চলতি বছরের (২০২৩) সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম শনাক্ত করা হয় উপধরন জেএন.১। এক মাসের মধ্যেই দেশটিতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ০.১ শতাংশের জন্য দায়ী করা হয় এই উপধরনটিকে। সিডিসি অনুসারে, এটি অন্যান্য উপধরনের তুলনায় অত্যাধিক সংক্রমক।

জেএন.১ এর লক্ষণ কী কী ?

জেএন.১ এর সঙ্গে যুক্ত লক্ষণগুলোর সঙ্গে করোনা ভাইরাসের পূর্ববর্তী রূপের উপসর্গগুলোর মিল আছে বলে জানিয়েছে মার্কিন রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি)। সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে জ্বর বা ঠান্ডা লাগা, কাশি, ক্লান্তি এবং শরীরে ব্যথা, গলাব্যথা, মাথাব্যথা ইত্যাদি সমস্যা লক্ষ্য করছেন চিকিৎসকেরা।

বিভিন্ন প্রতিবেদনে আবার বলা হচ্ছে, জেএন.১ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে পেটের সমস্যা যেমন- পেটে ব্যথা, ডায়ারিয়ার সমস্যা বেশি চোখে পড়ছে। তবে এর জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। এর জন্য বিভিন্ন দেশের মানুষকে করোনা মহামারীর সময়ে মেনে চলা বিধিনিষেধ আবারও মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছে সিডিসি।

জেএন.১ সম্পর্কে কতটুকু উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত

সিডিসি বলছে, জেএন.১-এর কারণে সংক্রমণ ও হাসপাতালে ভর্তির হার বাড়বে কি না তা বলার সময় এখনো আসেনি। তবে করোনা মোকাবিলায় বর্তমানে যেসব টিকা প্রয়োগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সেগুলো জেএন.১-এর ক্ষেত্রেও কার্যকরি হবে।

এদিকে এখন পর্যন্ত যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতে এই উপধরনে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কম বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

# কবিতা

## বক্তৃতা

বক্তৃতা না কথামালা,
বলতে গেলে বলি মেলা।
হয়না বলা আসল কথা,
পান্থজনের মনোব্যথা।
মিলিয়ে বলি নানা ভাষা
আম জনতা বোঝে না যা।
ভাবখানা যেন আমিই বক্তা।

স্তুতি আর বিশেষনে
শোনার ইচ্ছে যায় ফুরিয়ে।
তারস্বরে চেঁচামেচি,
ভূলেই যাই আলোচ্যটি।

বলতে চাইলে শুনতে হবে,
এটি আমায় বুঝাবে কে?
জানতে হবে,পড়তে হবে
দেখতে হবে চোখটি মেলে,
বুঝতে হবে হৃদয় দিয়ে
তাহলেই তো বলা যাবে।
নইলে হবে জাবনা কাটা
গণবিরক্তির শেষ সীমানা।

আমি কি ভাই বলতে চাই
আগে নিজেই বুঝতে হবে।
বুঝতে হবে ভাবতে হবে,
বিশ্লেষন করতে হবে।
মানভাষাতে বলতে হবে,
তবেই হবে বক্তৃতা।

লেখক:
মীর মোহাম্মদ ফারুক
জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও বিপনন)
বাংলাদেশ স্কাউটস

# স্কাউট কলাম

**Nujhat Tabassum Prithela**
Rajuk Uttara Model College Rover Scout Group
জাতীয় কন্টেন্ট রাইটিং প্রতিযোগিতা ২০২৩-এ
রোভার স্কাউট শাখায় প্রথম স্থান অর্জনকারী

## Topic: তারুণ্যের জন্য রোভারিং

In today's rapidly changing world, the development of strong leadership skills and a sense of responsibility among youths is crucial. Rovering, a program introduced by the Scouting movement, provides a unique platform for young individuals to engage in adventurous activities, personal growth and community service. Over the time, the experiences of Rovering shape youths into confident, capable and socially responsible leaders.

Rovering is an integral part of the scouting movement, focusing on young individuals between the ages of 17 and 25. It builds principles and values established in earlier stages of scouting and offers a progression towards leadership development and community engagement. The program provides a diverse range of experiences that facilitate personal growth, teamwork, valves exploration, global citizenship and mentorship.

Through Rovering, youth learn to give back to the world by dedicating their lives to contribute for a better world. Having the vision in mind. Robert Baden Powell, the founder of the scouting movement, has said, Try and leave this world a little better than you found it". Rovering, thus enables individuals to remain actively engaged in developing their community. eradicating the social issues and promoting peace and fraternity. With the same intention, the Rovers under Bangladesh Scouts Association are rendering a remarkable contribution in transforming our Bangabandhu's Shonar Bangla as well as the world. Moreover, the significance of Rovering in personal growth is immense.

**Fostering Personal Development:**

Rovering offers a range of experiences that fosters personal development among youth. Through challenging outdoor activities such as, camping, hiking and surviving skills, young individuals are pushed out of their comfort zones, building resilience, perseverance and problem-solving abilities. Sustaining in tents, cooking their own food, having food in banana leaves, accomplishing tasks utilizing limited resources, facing challenges

- these experiences enable rovers to develop self- confidence, resourcefulness, adaptability and other essential qualities for effective leadership.

**Developing Teamwork and Collaboration:**
Rovering encourages teamwork and collaboration through the formation of Rover Crews, where young individuals work together towards common goals. As a part of a crew, youths engage in collective decision-making, planning and execution of various projects. Whether it's organizing a a community event, undertaking service project or participating in a fundraising initiative, rovering promotes teamwork, co-operation and effective communication. Through these experiences, youths learn to navigate group dynamics, leverage the strength of team members and build interpersonal skills that are essential for leadership in any field.

**Instilling valves and ethics:**
Rovering places a strong emphasis on values and ethics, aiming to shape morally responsible leaders. Through activities that promote environmental sustainability, community service and advocacy for social justice, youths develop a strong moral compass and a sense of empathy towards others. As they vow to dedicate their lives towards the cause of welfare, rovers remain prepared to respond to any call of help. That's why, the motto for "service". By actively engaging in initiatives that addresses the existing issues in society, young individuals learn for the importance of taking responsibility their actions and making ethical choices. Ultimately, rovers become leaders who prioritize integrity, inclusivity and the Wellbeing of their communities.

**Encouraging global citizenship:**
In an increasingly interconnected world, rovering exposes youth to diverse cultures, perspectives and global issues. International events, exchanges and collaborations with Rover scouts from different countries provide a unique opportunity for young individuals to broaden their horizons and develop a global mindset. This exposure to different cultures and experiences nurtures empathy, cross-cultural understanding and the ability to work collaboratively on a g global scale. Rovering equips youth with the skills necessary to navigate an interconnected world and become global citizens who can contribute meaningfully to international issues.

**Mentoring & Role Modeling:**
Rovering offers an environment where experienced leaders, including adult volunteers and older Rover scouts serve as mentors and pole models for younger participants. These mentors provide guidance, support and practical advice, helping the youth navigate challenges and develop leadership skills. The mentorship aspect of rovering creates a positive and empowering atmosphere that encourages personal growth and leadership development.

Rovering for youth stands as a transformative program that equips young individuals with the skills; values and experiences needed to become effective leadership and leaders of positive change. Through its focus on personal development, teamwork, values, global citizenship and mentorship, rovering offers a holistic approach to youth leadership development. By embracing rovering, young journey of self- individuals embarks on a discovery, adventure and community service Ultimately, these dedicated rovers emerge as confident, responsible and compassionate leaders who are ready to shape a better future.

# ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে রোভার প্রোগ্রাম অবহিতকরণ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

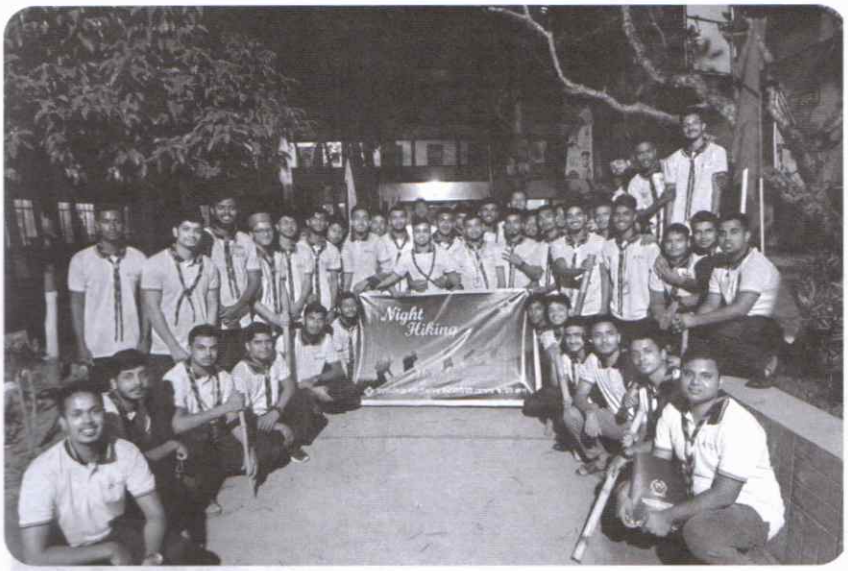


'এসো মিলি রোভরিং এর বন্ধনে' থিম নিয়ে ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো রোভার প্রোগ্রাম অবহিতকরণ ক্যাম্প-২০২৩। ময়মনসিংহ বিভাগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় এই নান্দনিক ক্যাম্প।

১৭ নভেম্বর, ২০২৩, শুক্রবার দিনব্যাপী এই মনোমুগ্ধকর ক্যাম্প পরিচালিত হয়। ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মো: শওকত হোসেন পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এস.যুথী আল সাকী, (সিএএলটি সম্পন্নকারী), সম্পাদক, ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ । প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে ক্যাম্পকে আরো প্রাণবন্ত করতে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস। ক্যাম্পে পূর্ণতা আনতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের আজীবন সদস্য মোঃ মেহেদী হাসান (উডব্যাজার); সদস্য, ব্রিটিশ রয়েল নেভী।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ক্যাম্পটি রোভারদের জন্য নতুন প্রোগ্রাম অবহিতকরণ সেশন, রান্না প্রতিযোগিতা, প্রাক্তন রোভারদের অ্যাসোসিয়েশন কর্ণার এবং রোমাঞ্চকর নাইট হাইকিংড্যার ভাগে বিভক্ত ছিল। সারাদিনের উচ্ছ্বসিত কর্মকান্ডের শেষে ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী রোভারদের নিয়ে ময়মনসিংহ জেলায় প্রথমবারের মতো পরিচালিত হয় নাইট হাইকিং।

সারাদিনের ক্যাম্পের অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় প্রধান অতিথীর বক্তব্যে জাতীয় কমিশনার পলিটেকনিক রোভার দলের ভূয়সী প্রসংশা করে উল্লেখ করেন জাতীয় পর্যায়ের প্রতিভা অন্বেষন, সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি ও জাতীয় পর্যায়ে পিআরএস মুল্যায়নে অংশগ্রহন করার কথা। ইউনিট পর্যায়ে নতুন রোভার প্রোগ্রাম অবহিতকরণ ক্যাম্প আয়োজনের জন্য ইউনিটকে এবং ইউনিটের প্রথম সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী রোভার মোরাদ হাসান ও রাজীব মিয়াকে অভিনন্দন জানান জাতীয় কমিশনার।

রোভাররা যেন স্কাউটিং সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেয়ে স্তর ভিত্তিক লগবই লেখে এবং প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির লক্ষ্যে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়ে প্রোগ্রামটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। নতুন প্রোগ্রাম সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ন সেশনটি পরিচালনা করেন স্কাউট লিডার মেহেদী হাসান। উক্ত ক্যাম্পের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ এবং জামালপুর জেলা রোভার ও স্কাউটের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ প্রেরক:
সজিব মিয়া
সিনিয়র রোভার মেট
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
রোভার স্কাউট গ্রুপ ।

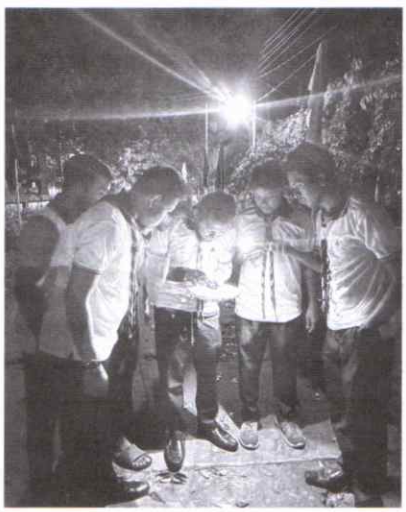

# বগুড়ায় দিনব্যাপী নতুন রোভার প্রোগ্রাম অবহিতকরন ওয়ার্কশ অনুষ্ঠিত

বগুড়ার কাহালুতে বাংলাদেশ স্কাউট বগুড়া জেলা রোভার এর নির্দেশনায় ও কাহালু উপজেলা রোভার স্কাউট ইউনিট সমূহের ব্যবস্থাপনায় রোভার ও গার্ল-ইন রোভার স্কাউট সদস্যদের অংশগ্রহণে নতুন রোভার প্রোগ্রাম অবহিতকরন ওয়ার্কশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় দরগাহাট ডিগ্রি কলেজ প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন এর মধ্যদিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

উক্ত প্রোগ্রামে স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কাউটার ফজলে রাব্বি (এল.টি.)। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অত্র কলেজের গ্রুপ সভাপতি ও অধ্যক্ষ মো: নজরুল ইসলাম। ওয়ার্কশপ পরিচালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা রোভার এর সম্পাদক স্কাউটার মোহাম্মদ এমদাদুল হক, কোষাধ্যক্ষ স্কাউটার মো: আতিকুল আলম। আরো উপস্থিত ছিলেন কাহালু আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজ এর গ্রুপ সভাপতি ও অধ্যক্ষ এ.কে.এম. রেজাউল আখলাক, পাইকর শাহ জামালিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার এর গ্রুপ সভাপতি ও অধ্যক্ষ মো: আবু সাইদ। অন্যান্যর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্কাউটার আব্দুল মান্নান, স্কাউটার শামছু-ন্নাহার স্বর্ণা, স্কাউটার মোজাম্মেল ও রোভার বাপ্পি,সাদিক, জনি, গার্ল-ইন রোভার হাবিবা সহ প্রমুখ।

দিনব্যাপী এই ওয়ার্কশপে স্কাউট আন্দোলনের জন্ম ও ইতিহাস, নতুন রোভার প্রোগ্রাম ও ব্যাজ অর্জন কৌশল সহ রোভার স্কাউট বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে রোভার সদস্যদের ধারণা প্রদান করা হয়। এতে প্রায় ১১০ জন রোভার স্কাউট ও গার্ল ইন রোভার স্কাউট সদস্য অংশগ্রহণ করে।

সংবাদ প্রেরক :
রোভার মোঃ ইনজামাম-উল আলম খান
অগ্রদূত সংবাদদাতা প্রতিনিধি
বাংলাদেশ স্কাউটস, বগুড়া জেলা রোভার।

# চসিক কায়সার নিলুফার কলেজ রোভার স্কাউটসের ওরিয়েন্টেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কায়সার নিলুফার কলেজ রোভার স্কাউটস গ্রুপের নবাগত রোভার সহচর ওরিয়েন্টেশন গতকাল ৬ডিসেম্বর কলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ অধ্যক্ষ ও রোভার গ্রুপ সভাপতি শেখ মোহাম্মদ ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা রোভার স্কাউটসের যুগ্ম সম্পাদক স্কাউটার মোহাম্মদ এনাম। গ্রুপ সম্পাদক অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক আকাশের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি রোভার পারভেজ সরকার, গার্লস ইন রোভার লিডার অধ্যাপক শিউলি চক্রবর্তী, সিনিয়র রোভার মেট আলতাফুর মুনির ফাহিম প্রমূখ। প্রধান অতিথি নবাগত রোভার সহচরদের রোভার আন্দোলনে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্যে বলেন স্কাউটিং বিশ্বব্যাপি একটি স্বেচ্ছাসেবী ও শিক্ষামূলক আন্দোলন,যুব বয়সী ছেলে মেয়েদের নৈতিক শিক্ষা, সৎ, যোগ্য, দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে রোভার স্কাউটিং অনন্য ভূমিকা পালন করছে। ওরিয়েন্টেশনে নবাগত রোভার সহচরদের ফুল দিয়ে বরণ এবং পুরোনোদের সম্মাননা স্মারক দিয়ে বিদায় জানানো হয়। ৬০জন রোভার ও গার্ল ইন রোভার ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ প্রেরক:
মোহাম্মদ এনাম
যুগ্ম সম্পাদক
চট্টগ্রাম জেলা রোভার স্কাউটস

# সিরাজগঞ্জে দরিদ্র চক্ষু রোগীদের বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম অনুষ্ঠিত

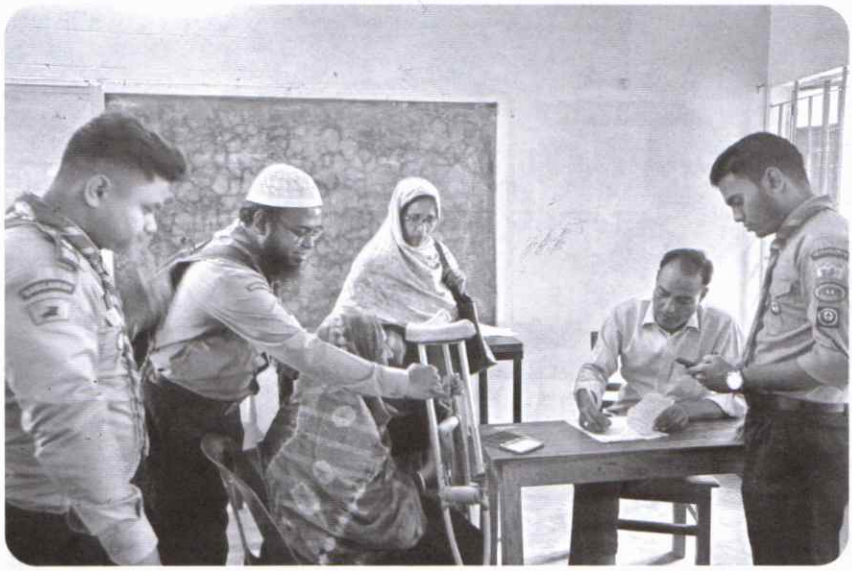

সিরাজগঞ্জে উল্লাপাড়া উপজেলা পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে প্রায় ২ হাজার রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং ৩ শতাধিক রোগীর বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন ও চোখে লেন্স লাগানোর প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎকরা।

০২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ২ ঘটিকা পর্যন্ত উল্লাপাড়া উপজেলার পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের আলী আহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যাপক এম. এ মতিন মেমোরিয়াল বিএনএসবি বেজ চক্ষু হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ এর বাস্তবায়নে ও এ.এম ফষ্টার কেয়ার, (ইউএসএ) এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং সিরাজগঞ্জের সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সার্বিক সমন্বয়ে দরিদ্র চক্ষু রোগীদের বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি থেকে শুভ উদ্বোধন করেন সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সভাপতি এম. এম কামরুল হাসান (পিআরএস)।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এম এম কামরুল হাসান বিনামূল্যে চক্ষু শিবিরের আয়োজন করায় স্বাগত জানিয়ে বলেন, মানুষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন অঙ্গ চোখ। কাজেই চোখের কোন সমস্যা দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসা নেয়া প্রয়োজন। সমাজের অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা সেবা দেয়া একটি মহৎ কাজ। বিগত বছর ও এবছরে চক্ষু রুগীদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু সেবাদান কার্যক্রম চলছে। সিরাজগঞ্জের ৯ টি উপজেলায় এ পর্যন্ত ৫ টি চক্ষু শিবির ক্যাম্প করা হয়েছে। এতে এলাকাবাসীকে উপকৃত হয়েছে। বিজয়ের এই মাসে বিনামূল্যে চক্ষু শিবিরের আয়োজন করায় আরও অনেক চক্ষু রোগী উপকৃত হবে। সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে আগামীতেও সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় ব্যাপক ভাবে চক্ষু শিবির করা হবে। তিনি সকলের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

এসময়ে উপস্থিত ছিলেন, পঞ্চক্রোশী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ফিরোজ উদ্দিন, এ. এম ফষ্টার কেয়ার. ঢাকা ম্যানেজার মো. আব্দুল লতিফ, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের সম্পাদক মো. সামসুল হক (এলটি) সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটের সহকারী কমিশনার মো. খালেকুজ্জামান খান (এলটি) কামারখন্দ উপজেলা স্কাউটস এর সহকারী কমিশনার মো. জহরুল ইসলাম, (এ. এলটি), উল্লাপাড়া উপজেলা স্কাউট লিডার মো. ইব্রাহিম খলিল, (সি এ এল টি সম্পূর্ণকারী), সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম শামীম, সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপের (আর এস এল) অধ্যাপক মো. আসলাম সেখ, অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মো. হোসেন আলী (ছোট্ট) প্রমূখ। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট মাছুম বিল্লাহ মাহি, মো. আশিকুর রহমান আশিক, সহকারী ইউনিট লিডার মো. হানিফ, ইউনিট লিডার মো. হাফিজুর রহমান, গার্ল ইন স্কাউট ইউনিট লিডার মনিরা সুলতানাসহ রোভার স্কাউট, গার্ল ইন রোভার স্কাউট এবং স্কাউট সদস্যরা।

সংবাদ প্রেরক:
মো. হোসেন আলী (ছোট্ট)
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, সিরাজগঞ্জ।

# যশোরে আঞ্চলিক প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটসের স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের পরিচালনা এবং খুলনা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ০৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ শনিবার আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পুলেরহাট, যশোরে আঞ্চলিক প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

আঞ্চলিক প্রতিভা অন্বেষন প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থায়নায় ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের, আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল ও জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল। এছাড়াও জাতীয় সদর দফতের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এম.এম. জাহির-উল-আলম, উপ পরিচালক (স্পেশাল ইভেন্টস) বাংলাদেশ স্কাউটস । আঞ্চলিক প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় কেরাত এ কাব ১৭ জন ও স্কাউট ১৭ জন, আজান এ কাব ১৩ জন স্কাউট ১১ এবং বিচারক হিসেবে জনাব আবু হান্নান জাতীয় উপ-কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব যশোর জনাব আ. ফ. ম আশাফুদ্দৌলা সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চলমোঃ হুমায়ুন কবির ইমাম আর এসটি সি উপস্থিত ছিলেন । সংগীত এ (রবীন্দ্র সংগীত/ নজরুলগীতি/ পল্লীগীতি/ দেশাত্বরোধক) কাব ২০ জন ও স্কাউট ১৪ জন এবং বিচারক হিসেবে জনাব মোছাঃ মাহবুবা আক্তার আঞ্চলিক উপ-কমিশনার(গার্ল-ইন-স্কাউটিং) জনাব ইলা বিশ্বাস, নড়াইল জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং ও স্পেশাল ইভেন্ট'স) উপস্থিত ছিলেন। নৃত্য এ কাব ১৯ জন ও স্কাউট ১৪ জন এবং বিচারক হিসেবে জনাব জি এম জুলফিকার আব্দুল্লাহ আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (অডিট, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও মেম্বারশীপ রেজিঃ) মোসাঃ শারমিন সুলতানা, বাগেরহাট শেখ তন্ময় চুয়াডাঙ্গা উপস্থিত ছিলেন। বাংলা ভাষায় উপস্থাপন এ কাব ৯ জন ও স্কাউট ১০ জন ও যন্ত্র সংগীত এ স্কাউট ০৫ জন এবং বিচারক হিসেবে জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম ও আন্তর্জাতিক) জনাব শীতল মিত্র জেলা সম্পাদক যশোর জেলা জনাব আসাদুল কবির জেলা কমিশনার বাগেরহাট জেলা উপস্থিত ছিলেন । আবৃতি এ কাব ১৮ জন স্কাউট ১৪ এবং বিচারক হিসেবে জনাব মোঃ ইসতিয়াক হোসেন আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) আঞ্চলিক উপ-কমিশনার(সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মনোয়ার আহমদ আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব এস এম ফারুক হোসেন যুগ্ম সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে ১৮৩ জন অংশগ্রহণকারী ২৪ জন বিচারক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ জামাল উদ্দীন
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল

# রংপুরে বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে গার্ল ইন রোভার ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের ২০২৩-২০২৪ সালের প্রোগ্রাম ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গার্ল-ইন রোভার স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে এবং স্কাউটিংয়ে গার্ল-ইন রোভার স্কাউট সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিতকরণের লক্ষে ০৯ডিসেম্বর নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে রংপুর জেলা রোভারের গার্ল-ইন রোভার বিভাগের আয়োজনে সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ এ "গার্ল-ইন রোভার ডে ক্যাম্প-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের কমিশনার ও গার্ল-ইন রোভার ডে ক্যাম্পের ক্যাম্প চীফ প্রফেসর ড.আরেফিনা বেগম এর সভাপতিত্বে গার্ল-ইন রোভার ডে ক্যাম্পের পতাকা উত্তোলন, উদ্বোধনী, আলোচনা সভা, পুরস্কার-সনদপত্র সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ এর অধ্যক্ষ ও জেলা রোভারের সহসভাপতি প্রফেসর চিন্ময় বাড়ৈ।

ভর্চুয়ালী যুক্ত হয়ে প্রধান স্কাউট ব্যাক্তিত্ব হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সম্পাদক মুহম্মদ এনামুল হক খান। ভার্চুয়ালি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার (গার্লইন উপাধ্যক্ষ মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, জেলা রোভার সম্পাদক মহাদেব কুমার গুন, জেলা রোভার লিডার মোঃ আব্দুর রহমান মিন্টু, জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ মাহবুবর রহমান সোহেল, জেলা স্কাউটের সম্পাদক আব্দুর রহিম সহ সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ।

গার্ল-ইন রোভার ডে ক্যাম্পের প্রোগ্রাম সূচির অংশ হিসেবে ছিলো সকালে গার্লইন রোভার সদস্যদের উপস্থিতি ও রেজিষ্ট্রেশন, পতাকা উত্তোলন, বেগম রোকেয়ায় প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাজলী নিবেদন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেশন, বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, রচনা ও অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণ এবং গার্লইন রোভার ডে ক্যাম্পের সনদপত্র বিতরণ।

রংপুর জেলা রোভারের গার্লইন রোভার বিভাগের সহকারি কমিশনার মোসা রেবকা ইয়াসমিন এর নেতৃত্বে ডে ক্যাম্পটি পরিচালনায় ও বাস্তবায়নে সহায়তা করেন গার্ল-ইন রোভার ইয়াং লিডার রিফাত আফসানা পাখি, জেলা গার্লইন সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি রোকসানা খাতুন মায়া, জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন, রোভার হরিশংরায়, রোভার সিরাজুল ইসলাম সৈকত।

গার্লইন রোভার ডে ক্যাম্পে রংপুর জেলা রোভারের আওতাধীন বিভিন্ন ইউনিটের ৫০গার্ল-ইন রোভার স্কাউট সদস্যবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ প্রেরক:
মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি,
রংপুর।

# দূর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা

১১ ও ১২ই নভেম্বর ২০২৩ রোজ শনিবার ও রবিবার "দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়" এর ব্যবস্থাপনায়, যুবক ও সেচ্ছাসেবকদের জন্য দূর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২ দিনের এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী-তে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপি এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক জনাব মো: মিজানুর রহমান। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর রোভার অঞ্চল, নৌ অঞ্চল, এয়ার অঞ্চল ও রেলওয়ে অঞ্চলের প্রায় ৭৫ জন রোভার ও গার্ল ইন রোভার। রোভার সদস্যরা এখান থেকে হাতে কলমে জানতে পারে, কিভাবে একজন রোগীকে ফার্স্ট এইড দেওয়া হয়, আগুন নিভাতে হয়, আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন দুর্যোগ যেমন- ঘূর্ণিঝড়, সিডর, নার্গিস, খরা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয় এবং এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবকদের করনীয় সম্পর্কে অবগত করা হয়।

সংবাদ প্রেরক:
রাজমিন আক্তার
সিনিয়র রোভার মেট
ইউনাইটেড ওপেন স্কাউট গ্রুপ

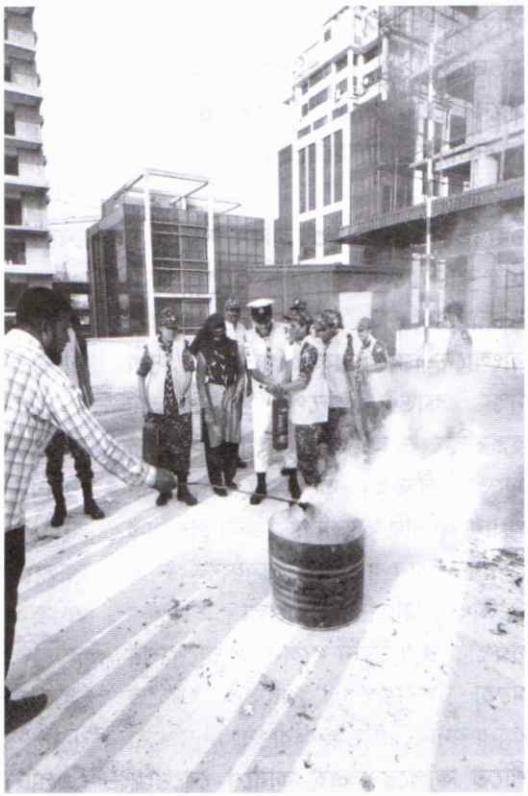

# সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপের উদ্দোগে হতদরিদ্র ও অসহায় শীতার্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

"মানবতার বোধ জাগ্রত হোক বিবেকের তাড়নায়", এই প্রতিপাদ্য শ্লোগানকে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সেবামূলক সংগঠন সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপের প্রতি বছরের ন্যায়ে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী কৃতি সন্তানদের সহযোগিতায় হতদরিদ্র ও অসহায় শীতার্থ মানুষের মাঝে ৩০০ শত শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ সকাল ৭ টায় কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহযোগিতায় সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে হতদরিদ্র ও অসহায় শীতার্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলেদেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) গনপতিরায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক গণপতি রায় তিনি বলেন, সারাদেশের মতো সিরাজগঞ্জে শীতের শুরুতে যমুনা নদীর পাড়ের অবস্থিত গ্রামগুলো শীতে কাঁপছে। এই কারণে বেড়েছে গরিব দুস্থ ও অসহায় মানুষের দুর্ভোগ।

এলাকার গরিব দুস্থ ও অসহায় মানুষেরা শীতের তীব্রতায় কষ্ট পাচ্ছেন। তাই তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য প্রতি বছরের মতো এবারও সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপ সংগঠনের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে। একজন মানুষ হয়ে আর একজন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো সকলের নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের জেলা প্রশাসন পক্ষ থেকেও এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তেমনি সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপটি অসহায় দুস্থদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

এদিক বিবেচনা করে সমাজের সকল বিত্তবান মানুষদেরকে অসহায় শীতার্ত নারী-পুরুষদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এই সংগঠনের একদল তরুণ। এসময়ে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস এর সহকারী কমিশনার মো. খালেকুজ্জামান খান (এলটি), সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সহ-সভাপতি গোলাম মোস্তফা রুবেল, সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম শামীম, সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপের (আর এস এল) অধ্যাপক মো. আসলাম সেখ, অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মো. হোসেন আলী (ছোট্ট), প্রমূখ, এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট মাছুম বিল্লাহ মাহি, মো. আশিকুর রহমান আশিক, সহকারী ইউনিট লিডার মো. হানিফ, ইউনিট লিডার মো. হাফিজুর রহমান, গার্ল ইন স্কাউট ইউনিট লিডার মনিরা সুলতানাসহ রোভার স্কাউট এবং গার্ল ইন রোভার স্কাউটরা।

সংবাদ প্রেরক:
মো. হোসেন আলী (ছোট্ট)
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা,
সিরাজগঞ্জ।

# রংপুরে জাতীয় ভিটামিন "এ" প্লাস ক্যাম্পেইনে রোভার স্কাউটদের সেবাদান

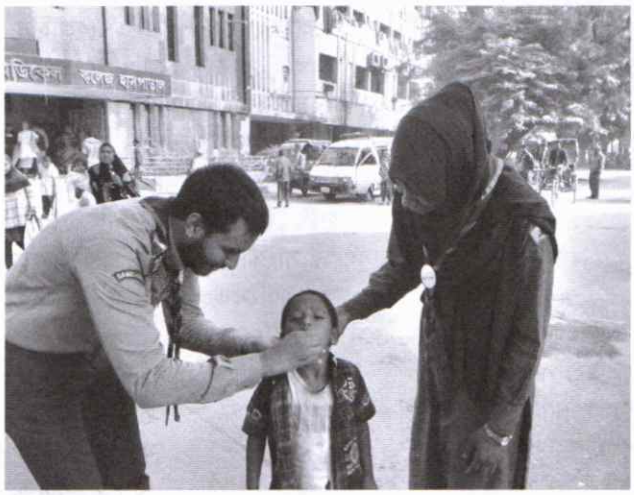

১২ডিসেম্বর ২০২৩ মঙ্গলবার সারা দেশের ন্যায় রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় ভিটামিন "এ" প্লাস ক্যাম্পেইন। রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মুক্ত স্কাউট গ্রুপের রোভার স্কাউট ও গার্ল-ইন রোভার স্কাউট সদস্যরা এবার রংপুর সিটি এলাকার ১০টি ভ্রাম্যমান বুথ তথা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল বাসস্ট্যান্ড, মর্ডান মোড় বাসস্ট্যান্ড, মেডিকেল মোড় বাসস্ট্যান্ড, রংপুর মেডিকোল কলেজ আউট ডোর গেইট, রংপুর মেডিকেল কলেজ ওয়ার্ড সমূহ, কামার পাড়া বাসস্ট্যান্ড, রংপুর রেলওয়ে স্টেশন, নাসনিয়া রোটারি ক্লাব, সাতমাথা বাসস্ট্যান্ডের যাত্রাপথে শিশু যাত্রীদের ভিটামিন "এ" প্লাস শতভাগ গ্রহণ নিশ্চিত করণের লক্ষে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

সকাল ৮ টা থেকে শুরু করে বিকাল ৪টা অবধি বাসস্ট্যান্ডের যাযাত্রী ছাউনি কিংবা বাসে উঠে, রেলষ্টেশনের প্লাটফর্মে এবং ট্রেনে উঠে ভ্রমণকারী যাত্রী শিশুদের নীল ও লাল রঙের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো নিশ্চিত করে দায়িত্বে থাকা রোভার স্কাউট ও গার্লইন রোভার স্কাউট সদস্যবৃন্দ।

রোভার স্কাউটদের দ্বায়িত্বে থাকা ১০ টি অস্থায়ী কেন্দ্র গুলোর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন জেলা রোভার কমিশনার প্রফেসর ড.আরেফিনা বেগম এবং জেলা রোভারের সম্পাদক মহাদেব কুমার গুন। এছড়াও রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য সচিব সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

সংবাদ প্রেরকঃ
মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি,
রংপুর জেলা রোভার।

# রাঙ্গুনিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটসের তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান

রাঙ্গুনিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটস গ্রুপের দুইদিন ব্যাপি বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান গত ১২ডিসেম্বর কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও রোভার গ্রুপ সভাপতি এ কে এম সুজা উদ্দীনের সভাপতিত্বে মহাতাবুজলসা অনুষ্ঠানে স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা রোভার স্কাউটসের যুগ্ম সম্পাদক স্কাউটার মোহাম্মদ এনাম। রোভার স্কাউট লিডার অধ্যাপক মোঃ ইফতেখার হোসেনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন রোভার গ্রুপ সম্পাদক অধ্যাপক তাহমিনা ইয়াছমিন নুর। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সৈয়দ মোঃ নাছিম উদ্দিন, অধ্যাপক ডঃ মরতুজা মোরশেদুল আনোয়ার, অধ্যাপক মোঃ নাছির উদ্দীন শিকদার, অধ্যাপক হুমায়রা রওশন, কলেজ ছাত্র সংসদ ভিপি মোঃ সোহেল, কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি মোঃ ইমতিয়াজ, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি পারভেজ সরকার, রাঙ্গুনিয়া সরকারি কলেজ প্রাক্তন সিনিয়র রোভার মেট মোঃ শাহজাহান ভূইয়া প্রমূখ। দুইদিন ব্যাপি প্রোগ্রামে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতায় উপদলে ভাগ হয়ে রোভাররা অংশগ্রহণ করেন। মহাতাবুজলসা অনুষ্ঠানে রোভার ও গার্ল ইন রোভারদের পরিবেশনায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত এবং পরে সার্টিফিকেট ও ব্যাজ প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সংবাদ প্রেরক:
মোহাম্মদ এনাম
যুগ্ম সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা রোভার

# বাকলিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটসের বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান

বাকলিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটস গ্রুপের বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান গত ১৬ডিসেম্বর কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ অধ্যক্ষ ও রোভার গ্রুপ সভাপতি প্রফেসর মোঃ জসীম উদ্দীন খাঁনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা রোভার স্কাউটসের যুগ্ম সম্পাদক স্কাউটার মোহাম্মদ এনাম। গ্রুপ সম্পাদক ও রোভার স্কাউট লিডার অধ্যাপক মোঃ এমরানুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাকলিয়া সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদ সম্পাদক অধ্যাপক মোঃ আজিজুল ইসলাম, অধ্যাপক মোঃ জাহিদ উদ্দিন সুলতান, রাঙ্গুনিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটস গ্রুপ সম্পাদক অধ্যাপক তাহমিনা ইয়াছমিন নুর, ছাত্রনেতা মোঃ মুনির উদ্দীন চৌধুরী প্রমূখ। দুইদিন ব্যাপি প্রোগ্রামে সাধারণ জ্ঞান, হাইকিং, পাইওনিয়ারিং, স্কাউটস ওন, তাঁবুজলসাসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় রোভাররা অংশগ্রহণ করেন। মহাতাবুজলসা অনুষ্ঠানে রোভার ও গার্ল ইন রোভারদের পরিবেশনায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত এবং পরে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সংবাদ প্রেরক
মোহাম্মদ এনাম
যুগ্ম সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা রোভার।

# মহান বিজয় দিবসে রংপুর জেলা রোভারের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও সেবা প্রদান

১৬ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে রংপুর কালেক্টরেট সুরভী উদ্যানস্থ স্মৃতি সৌধে শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভার।

জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর ড. আরেফিনা বেগম এর নেতৃত্বে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা রোভারের সম্পাদক মহাদেব কুমার গুন, জেলা রোভার স্কাউট লিডার মোঃ আব্দুর রহমান মিন্টু, সহঃ কমিশনার (আইসিটি) মোঃ হারুন উর রশীদ সরকার, বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলার সহকারি পরিচালক সুধীর চন্দ্র বর্মন, স্থানীয় স্কাউট নেতৃবৃন্দ, জেলা রোভার সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি রেজওয়ান হোসেন সুমন, জেলা গার্ল-ইন সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি রোকাসানা খাতুন মায়া সহ রংপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিটের রোভার স্কাউট ও গার্ল-ইন রোভার স্কাউট সদস্যরা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পাশাপাশি শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রংপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানাদি সফলভাবে বাস্তবায়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা ও সেবা প্রদান করছে রংপুর জেলা রোভারের আওতাধীন বিভিন্ন ইউনিটের ৬০জন রোভার স্কাউট ও গার্ল-ইন রোভার স্কাউট সদস্য। এছাড়াও শেখ রাসেল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজে জেলা রোভারের হয়ে সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের রোভার স্কাউট সদস্যরা রংপুর জেলা রোভারের সুসজ্জিত দল হয়ে অংশগ্রহণ করে।

সংবাদ প্রেরক:
মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি,
রংপুর জেলা রোভার।

# প্রভাতীতে বার্ষিক তাঁবুবাস ও রজত জয়ন্তী ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

'আমরা স্কাউট আমরাই হব স্মার্ট নাগরিক' থীম কে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলার প্রভাতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ দ্বারা পরিচালিত উত্তরঞ্চলের একমাত্র স্কাউটিং কার্যক্রমভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভাতী মুক্ত স্কাউট ইনস্টিটিউট। প্রভাতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ও ইনস্টিটিউটের বার্ষিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় ২৭-২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত রংপুর মহানগরীর ৩৩নং ওয়ার্ডের আজিজুল্যাহতে প্রভাতী মুক্ত স্কাউট ইনস্টিটিউট ক্যাম্প্যাসে প্রভাতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ও ইনস্টিটিউটের কাব স্কাউট, গার্লইন কাব স্কাউট, স্কাউট ও গার্লইন স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বার্ষিক তাঁবুবাস ও রজত জয়ন্তী ক্যাম্প ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ বুধবার বিকেলে প্রভাতী মুক্ত স্কাউট ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষকা মোছাঃ শাহিদা বেগম এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বেলুন উড়িয়ে বার্ষিক তাঁবুবাসের উদ্বোধন করেন রংপুর জেলার জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ এনায়েত হোসেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা রোভারের সম্পাদক মহাদেব কুমার গুন, রংপুর জেলা স্কাউটের সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহিম ও বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর এর সহকারী পরিচালক সুধীর চন্দ্র বর্মন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রভাতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ও ইনস্টিটিউটের সভাপতি মোঃ বেলাল হোসেন। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে প্রভাতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ও ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ সকালে ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউট ও রোভারদের অগ্নি নির্বাপনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ধারনা প্রদানের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স রংপুর এর মাধ্যমে মহড়া ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফায়ার সার্ভিসের এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মহড়া ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স রংপুর জেলা লর উপ সহকারী পরিচালক মোঃ বাদশা মাসউদ আলম। এ সময় ফায়ার সার্ভিসের একটি টীম ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী কাব, স্কাউট, রোভার, লিডার ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ মঙ্গলবার বিকেলে প্রভাতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ও ইনস্টিটিউট হতে শাপলা কাব ও পিএস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিদের অংশগ্রহণে শাপলা কাব ও পিএস রি ইউনিয়ন অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রে মহা তাঁবু জলশায় প্রভাতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ও ইনস্টিটিউটের সভাপতি মোঃ বেলাল হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেব ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে মহা তাঁবু জলশার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচাল উনু চিং। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম সিরাজ ও রংপুর সিটি কর্পোরোশন এর সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং ওয়ার্ড জান্নাতুল ফেরদৌস ঝর্ণা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মহা তাঁবু জলসার অগ্নি প্রজ্জ্বলন করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ। মহা তাঁবু জলশায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রভাতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক মোঃ আব্দুস সোবহান মিয়া। আগত অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে প্রভাতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ও ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রে-মর প্রশংসনীয় দিক তুলে ধরেন। পরে আগত অতিথিবৃন্দ কাব ও স্কাউটদের বিভিন্ন পরিবেশনা উপভোগ করেন এং নৈশ ভোজে অংশগ্রহণ করে।

২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ থেকে শুরু হওয়া প্রভাতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ও ইনস্টিটিউটের বার্ষিক তাঁবুবাসে অংশগ্রহনকারী ছোট্ট কাব স্কাউট সোনামনি, স্কাউট ও রোভার সদস্যদের পদচারনায় ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কলকাকলিতে মুখরিত তাঁবুবাস এলকা। তাঁবুবাসে প্রত্যাহিক জাগরণ, ভোরের পাখি (বিপি পিটি) তাঁবু কলা, পতাকা উত্তোলন, কাব অভিযান ও হাইকিং, কাব কার্নিভাল, কুইজ প্রতিযোগিতা, স্কাউট ওন, পাইওনিয়ারিং, ফাস্টএইড সহ ও স্কাউট সদস্যরা নিজেদের আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেশনে অংশগ্রহণ করে।

২৯ ডিসেম্বর বুধবার দুপুরে প্যাকআপ পরিদর্শন, পতাকা নামানো ও অংশগ্রহণকারী কাব ও স্কাউটদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ ও সার্টিফিকেট প্রদানের মধ্য দিয়ে এবং তাঁবুবাস এলকা ত্যাগের মাধ্যমে বার্ষিক তাঁবুবাস ও রজতজয়ন্তী ক্যাম্প ২০২৩ এর শুভ সমাপ্তি ঘটে।

সংবাদ প্রেরক:
মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি, রংপুর।

## ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

- বর্ষায় (এপ্রিল-অক্টোবর) ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ে। এসময় অধিক সতর্ক থাকুন।
- ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা পরিষ্কার পানিতে বংশ বিস্তার করে।
- অফিস, ঘর ও আশেপাশে পানি জমতে দিবেন না। যে কোন পাত্রে জমিয়ে রাখা / জমে থাকা পানি ৩ দিনের মধ্যে পরিবর্তন করুন।
- এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। যথাসম্ভব লম্বা পোশাক পরুন। দিনে ঘুমানোর ক্ষেত্রেও মশারী ব্যবহার করুন।

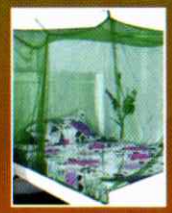

## ডেঙ্গু প্রতিকারে করণীয়

- তীব্র জ্বর, মাথাব্যাথা ও মাংসপেশীতে ব্যাথা, শরীরে লালচে দানা ইত্যাদি ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হলেও সাম্প্রতিক কালে এর ব্যতিক্রম পাওয়া যাচ্ছে।
- জ্বরে প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য ব্যাথানাশক ঔষধ খাওয়া বিরত থাকুন। রোগীকে বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়ান।
- জ্বর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন ও ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করুন।
- জ্বর ভালো হওয়ার পরও ডেঙ্গুজনিত মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন ও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

জনস্বার্থে: জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিস বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

DGHS.MOH&FW BANGLADESH

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

World Health Organization Bangladesh

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 67, Issue 12, December-2023

SCOUT SHOP BANGLADESH

স্কাউটস শপ, বাংলাদেশ স্কাউটস

- বাংলাদেশ স্কাউটসের সদর দফতরের নিচতলায় স্কাউট শপের অবস্থান।
- স্কাউট শপে স্কাউটিং সংক্রান্ত সকল পণ্য পাওয়া যায়।
- শপটি সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
- সরাসরি শপে উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয় অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহ করা হয়।

যোগাযোগ

০১৯২৬-৩৩৪০৭০
০১৭২৩-৪৮০১৮২
০১৭৩১-৬৭৬৬০৭

scoutshopbs@gmail.com
Scout Shop – Bangladesh Scouts
https://www.facebook.com/scoutshopbd

বিদ্রঃ বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক তৈরিকৃত স্কাউটিং পণ্যসামগ্রি সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। এসব পণ্যের নকল করা, বিনা অনুমতিতে উৎপাদন কিংবা বাজারজাত করা আইনত দন্ডনীয়।

Editor: Md Abdul Haque, Published by Unue Ching, Executive Director (Additional Charge) on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Sristy Printing and Packaging, Purana Paltan, Dhaka-1000